নন্দ-বংশোচ্ছেদ

ঔপন্যাসিক নাটক।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা

উল্টাডিঙ্গি রোড ৭ নং ভবনে

শ্রীহরিশ্চন্দ্র রায়ের সাহিত্য-সংগ্রহ যন্ত্রে

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮১ সাল।

মূল্য ॥০ আনা।

উৎসর্গ পত্র।

এই গ্রন্থ

আন্তরিক আশীর্ব্বাদের

সহিত

শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ দে মহোদয়কে

উপহার

প্রদত্ত হইল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

সর্ব্বার্থসিদ্ধি	রাজা।
নন্দ	মৃতরাজা মহানন্দের পুত্র ও বর্ত্তমান রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র।
শকটার	মন্ত্রী।
রাক্ষস	মৃতরাজা মহানন্দের ধর্ম্মাধিকরণ।
চন্দ্রহংস	সেনাপতি।
প্রিয়ম্বদ, ভদ্রসেন	রাজ-সভাসদ্গণ।
মলয়কেতু	নন্দের সখা।
বিজয়বল্লভ	শকটারের পুত্র।
কালকেতু	আহিতুণ্ডিক বেশধারী রাক্ষসের চর।
মহারাণী	নন্দের জননী।
শশিপ্রভা	শকটারের কন্যা।
বিচক্ষণা	মহারাণীর প্রধানা পরিচারিকা।
পদ্মাবতী	বিজয়বল্লভের স্ত্রী।

এক জন অন্ধ, প্রহরী, দৌবারিক, প্রতিহারী, কঞ্চুকী, নগরপাল, উদ্যানপাল, দাস, দাসী, নাগরিক, রাজানুচর নর্ত্তকীগণ, ইত্যাদি।

নন্দ-বংশোচ্ছেদ।

করুণ-রসাশ্রিত নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুসুমপুর,—রাজসভা।

রাজা-সর্ব্বার্থসিদ্ধি, মহারাণী, নন্দ, শকটার,
চন্দ্রহংস, প্রিয়ম্বদ এবং ভদ্রসেন
যথাস্থানে উপস্থিত।

রাজা। নন্দ আমাদের যথার্থ পিতৃবৎসল! প্রায় তিন মাস অতীত হল, অগ্রজ মহারাজ সংসারলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করেছেন।

অদ্যাপি বালক আহা! একান্ত কাতর,
নিতান্ত সন্তপ্ত শোকে, বিষম বিমনা,
কভু নাহি হাসে, সদা ভাসে নেত্রজলে।
ম্রিয়মাণ দেখে ওরে, আমাদের শোক
দ্বিগুণিত হয়, কিন্তু প্রজা মুখ চাহি,
কি করি, করিতে হয় রাজত্ব বিধান।
রাজ্যের মঙ্গল হেতু মহিষী কেবল,
তোমাদের জ্ঞান-গর্ভ যুক্তি অনুসারে
আমারে করিলা রাজা বরিয়া স্বামিত্বে।

নন্দ। হাঃ পিতঃ!

রাজা। সুশীল কুমার নন্দ এখনো বালক।
রাজ্যভার বহিবার উপযুক্ত নয়;
চন্দ্রগুপ্ত মহাবীর আছেন নিযুক্ত,
রাজ প্রতিনিধি রূপে, গউড় নগরে—
তিনি যদি রাজা হন আসিয়া এথায়,
আমাদের আধিপত্য রহে না সেখানে,—
বাঙ্গালা কমলালয় বলিয়া বিখ্যাত,
পরম লোলুপ তাহে উৎকলের রাজা
খুঁজিছে সুযোগ সদা গ্রাসিবারে তায়,
শুদ্ধ তার বীরদর্পে আছে নত শিরে—
ভাবিয়া এ সব, দূরদর্শী, ধীরমতি,
রাজনীতি বিশারদ তোমরা সকলে
আমারে করিতে রাজা মন্ত্রণা করিলে॥

চন্দ্র। মহারাজ, আপনি এ সময় রাজ্যভার গ্রহণ না কর্‌লে, দেশের যে কি দশা হত তা বলা যায় না।

শকটার। মহারাজ, উপযুক্ত হস্তেই রাজ্যভার অর্পিত হয়েছে, আপনি দীর্ঘজীবী হয়ে প্রজার সুখোন্নতি ও মগধের গৌরব বৃদ্ধি করুন্।

রাজা। সভাসদ প্রিয়ম্বদ, শুন মন দিয়া,
ভদ্রসেনে সঙ্গে লয়ে যাও বাঙ্গালায়;
চন্দ্রগুপ্ত, দূতমুখে করিনু শ্রবণ,
করিছে সমর সজ্জা জ্বলি ক্রোধানলে।
না বুঝিয়া আমাদের সাধু অভিপ্রায়,

ভাবিয়াছে, খুল্লতাত ছলনা করিয়া
হরিল রাজত্ব ; আরে অবোধ সন্তান !
কেবল কাণ্ডারী আমি তুফান সময়ে
ঝঞ্ঝার হইলে শান্তি, যত প্রজাকুল,
সেনানী, সামন্ত সবে আয়ত্ত হইলে
নন্দ লবে রাজ্যভার দেখে সুখী হব ॥

শকট। দেখ প্রিয়ম্বদ, কুমার নন্দ যে মগধ রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্ণীত হয়েছেন একথা চন্দ্রগুপ্তকে বল্‌বার প্রয়োজন নাই, বুঝ্‌লে ?

প্রিয়। যে আজ্ঞা।

রাজা। এখন হে প্রিয়ম্বদ, শুনিলে সকল।

আমাদের স্বার্থহীন সাধু অভিপ্রায়,
বুঝাইয়া এ সকল কহিবে তাঁহারে,
কোন রূপে, বুদ্ধিমান্ তুমি, সুকৌশলে
নির্ব্বাণ করিবে তাঁর চণ্ড রোষানল ;
অতএব শীঘ্র যাও, আশীর্ব্বাদ করি—
সাধিয়া রাজ্যের কার্য্য এস নিরাপদে ॥

প্রিয়। আমরা শ্রীমদ্দেবপাদের কৃতদাস, যখন যা অনুমতি কর্‌বেন, তাই তৎক্ষণাৎ প্রাণপণে সম্পাদন করব।

রাজা। দেখ প্রিয়ম্বদ, এই পত্র চন্দ্রগুপ্তকে দিয়া আমাদের আশীর্ব্বাদ জানাইও আর, এই পত্রিকা খানি ভাণ্ডারীকে দিলে তিনি তোমাদের পাথেয় প্রদান কর্‌বেন। শীঘ্র যাও আর বিলম্ব কোর না।

প্রিয়। রাজ-পদে করি প্রণিপাত।

ভদ্র। জয় ভূপালের জয় রিপুর নিপাত ॥

[প্রিয়ম্বদ ও ভদ্রসেনের প্রস্থান।

রাণী। (নন্দের হস্ত ধারণ করিয়া)

কেন বাছা নন্দ, তোর এতই বিষাদ ?
হেরি তোর ম্লান মুখ বুক ফেটে যায়।
কত দিন কাঁদে লোক পিতার বিয়োগে ?
চির দিন পিতা মাতা বেঁচে থাকে কার ?
রোদন করিলে বাপ্, পাবে কি বাপেরে ?
অতএব যাদু বৃথা কররে বিলাপ ॥

নন্দ। মা, এখন অনুমতি করুন, আমি পুনর্ব্বার বারাণসীতে যাই, এখানে আর একদণ্ড থাকতে আমার ইচ্ছা নাই।

রাণী। বাছা, ও কথা বোলনা——

প্রজ্জলিত শোকানলে আহুতি দিওনা,
পড়িবার বাঞ্ছা যদি থাকে রে তোমার
ঘরে বসি পাঠ কর নয়ন-নন্দন !

নন্দ। এ মা তোমার অন্যায় কথা।

শকট। কুমার, মা যা বল্‌ছেন তা শুন।

চন্দ্র। জননীর কথা অবহেলন কর্‌বেন না।

নন্দ। এ যে আপনাদের অন্যায় অনুরোধ।

রাণী। না বাবা, সেখানে আর তোমার কখনই যাওয়া হবে না।

নন্দ। মা, আমার বিদ্যাভ্যাসে সমূহ ব্যাঘাত কর্‌লেন।

রাজা। বৎস নন্দ, তুমি যে তোমার জননীর অনুরোধে বারাণসী গমনের কল্পনা পরিত্যাগ করলে এতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেম, আশীর্ব্বাদ করি চিরদিন সুখে থাক। এস রাজ্ঞি, এখন আমরা অন্তঃপুরে যাই।

[নন্দ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

নন্দ। জগদীশ! ধর্ম্ম আর নাহি কি জগতে?
মজিল কি বসুন্ধরা পাপের সাগরে?
হয় নাই তিন মাস, জনক আমার
গিয়াছেন দেব-লোকে ত্যজি নর দেহ,—
জননী সাপিনী, নাহি নিধন তাঁহার,
কেমনে পাসরি শোক এত অল্পকালে
(স্মরিলে জ্বলিয়া উঠে হৃদয় নিলয়)
দেবরে বরিল এ বয়সে!—কে আস্‌ছে?

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌ। (প্রণাম পূর্ব্বক) কুমার, মলয়কেতু নামে এক জন যুবা পুরুষ আপনকার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌বার নিমিত্ত সিংহদ্বারে অপেক্ষা কর্‌ছেন। বল্‌লেন বারাণসী হতে সম্প্রতি এখানে এসেছি।

নন্দ। অ্যাঁ, মলয় এসেছে? শীঘ্র যাও, তাঁকে সঙ্গে করে লয়ে এস।

দৌ। যে আজ্ঞে (প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থান)

নন্দ। (স্বগত) প্রিয়সখা এসেছে। আহা! সখা শব্দটি কি সুমধুর! কি আনন্দপ্রদ! কিন্তু এ পাপময়

কলিকালে প্রকৃত বন্ধু অতি বিরল। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দি যে আমি সে দুর্ল্লভ রত্ন লাভ করেছি।

(মলয়কেতুর প্রবেশ)

মলয়। বয়স্য ভাল আছ ত ?

নন্দ। এস ভাই এস, এইখানে বস। তুমি যে এত শীঘ্র এখানে এসে উপস্থিত হবে, এ আমার স্বপ্নের অগোচর।

মলয়। তোমার তেমন পত্র পেয়ে কি আর একদণ্ড বিলম্ব কর্ত্তে পারি ?

নন্দ। ভাই, তোমায় অত্যন্ত কষ্ট দেওয়া হল, কিন্তু কি কর্‌ব বল, সংসারে আমার আর এমন কেহই নাই, যার সঙ্গে কোন বিষয়ের পরামর্শ করি। বিশেষ আমার এখনকার অবস্থায় তোমার মত অকপট, বিচক্ষণ বন্ধুর সাহায্য অত্যন্ত আবশ্যক।

মলয়। তবে তুমি বারাণসীতে বুঝি আর যাচ্ছ না।

নন্দ। এখন যে কোথায় যাব, তা কেবল জগদীশ্বর বল্‌তে পারেন। সখা, বোধ হয়, আমার দুর্ভাগ্যের কথা, সমস্ত শুনেছ ?

মলয়। মহারাজ মহানন্দের অকাল মৃত্যুর শোচনীয় সংবাদ কার অবিদিত আছে ?

নন্দ। আর ও সখা, আরও একটি লজ্জাকর সমাচার অবশ্য শুনে থাক্‌বে ?

মলয়। থাক্, সে বিষয় উল্লেখের আবশ্যক নাই

নন্দ। আঃ হতভাগিনীর কি প্রবৃত্তি! আদিত্য ও খদ্যোতে যে প্রভেদ, আমার স্বর্গীয় পিতা ও খুল্লতাতে ততোধিক বিভিন্নতা।

মলয়। কুমার, কার সহিত কার তুলনা কর্‌ছ? কোথা ধৈর্য্য-বীর্য্য-গাম্ভীর্য্য-শালী প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ মহানন্দ, আর কোথা ভীরুস্বভাব জঘন্য--প্রবৃত্তি পাপাচারী সর্ব্বার্থসিদ্ধি! তাঁর সহিত এর তুলনা কেবল তাঁর অবমাননা করা মাত্র। কুমার, যেদিন তোমার স্বর্গীয় পিতা শতদ্রুতীরে পৃথ্বীজেতা যবনাসুরের গর্ব্ব খর্ব্ব করে, বিজয়োৎফুল্ল সেনা সামন্ত সমভিব্যাহারে মহোৎসব সহকারে এই কুসুমপুরে প্রবেশ কর্‌লেন; তাঁর সেই দিবসের শূরমূর্ত্তি এখনও যেন প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি।

নন্দ। বয়স্য, সে দিন কি আনন্দের দিনই গিয়াছে। সে দিন এই কুসুমপুরী যেন স্বর্গপুরী বোধ হয়েছিল, নগরের যে দিকে যাও, যে দিকে চাও, সকল স্থানই শোভাময়, উৎসবময়, গীত বাদ্য জয়ধ্বনি পরিপ্লুত; সখে, সেই এক দিন আর এই এক দিন।

মলয়। কুমার, এ পরিবর্ত্তনশীল সংসারে কোন পদার্থই চিরদিন সমভাবে থাকে না; অদ্য তুমি দারুণ শোকে একান্ত অভিভূত হয়েছ, কিন্তু কে বল্‌তে পারে, মঙ্গলালয় ঈশ্বরেচ্ছায়, কল্য এমন কোন শুভ ঘটনা ঘট্‌তে পারে যাতে তুমি পুনর্ব্বার পরম সুখী হতে পার।

নন্দ। না সখা, আমার অদৃষ্ট তেমন নয়। এখন সর্ব্বদা আমার এই মনে হয়, কেন হয় বল্‌তে পারি না, যেন

আমার জীবন নাটকের চরমাঙ্ক কোন ভয়ানক ঘটনায় পর্য্যবসিত হবে।

মলয়। কুমার, এ অশুভাশঙ্কা কেবল তোমার তেজস্বিনী বিভাবনার কার্য্য।

নন্দ। সে যা হোক্, মলয়, এখন তোমায় একটা বিশেষ কথা বলি মনোযোগ পূর্ব্বক শুন—পিতার যে সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়েছে, এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সংশয় আছে। আর আমার সন্দেহের কারণ এই—প্রথমতঃ, রাজভবন প্রস্তর রচিত এবং তথায় অসংখ্য দাস—দাসী, ও পৌরজনগণের সর্ব্বদা সমাগম, বিশেষতঃ তিনি উচ্চ পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রিত ছিলেন, তদবস্থায় সর্পাঘাতের সম্ভাবনা কোথায়? দ্বিতীয়তঃ মহারাজের সৎকার যে প্রকার সমারোহ সহকারে সম্পাদিত হওয়া উচিত সে রূপে না হয়ে, অতি সঙ্গোপনে সে কার্য্য কেন সম্পন্ন হল? পিতার যে সময় মৃত্যু হয়, তখন আমি যদি এখানে উপস্থিত থাক্‌তাম, তা হলে তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অবশ্য উদ্ভাবন কর্‌তে পার্ত্তাম।

মলয়। হাঁ রাজসংসারে কতিপয় ব্যক্তির যে প্রকার চরিত্র তাতে তোমার এরূপ সন্দেহ অবশ্য হতে পারে।

নন্দ। এখন কর্ত্তব্য কি?

মলয়। যাবৎ মহারাজের হত্যা সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রমাণ না পাওয়া যায় তাবৎ তোমায় ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তাঁর মৃত্যুর যথার্থ কারণ অনুসন্ধান কর্ত্তে হবে। আর এ বিষয়ে যথোচিত সাবধান হওয়া আবশ্যক, কেহ যেন কোনরূপে তোমার অভিসন্ধি বুঝিতে না পারে।

নন্দ। ভাল! পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ধর্ম্মাধিকরণ রাক্ষসের অকস্মাৎ কুসুমপুরী পরিত্যাগ কর্‌বার কারণ কি? কিছু বুঝ্‌তে পার? তিনি ত পিতাকে হত্যা করেন নি?

মলয়। রাক্ষস একজন পরম ধার্ম্মিক লোক, তিনি যে এ প্রকার ঘৃণিত কার্য্য কর্‌বেন, তা কোনমতেই বোধ হয় না। আর তাঁর এ মহাপাতক কর্‌বার উদ্দেশ্যই বা কি হতে পারে? ভাল! তাঁর নিরুদ্দেশ সম্বন্ধে বর্ত্তমান রাজা কি বলেন? আর অপরাপর লোকই বা কি অনুমান করে?

নন্দ। আপামর সাধারণ সকলেরই এইটি দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, মহারাজের মৃত্যুজনিত বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়ায় তিনি বন-প্রস্থান করেছেন। কিন্তু আমার সে কথা সঙ্গত বলেই বোধ হয় না।

মলয়। ও কথাই নয়।

নন্দ। তবে তুমি কি অনুমান কর। তাঁর নিরুদ্দেশ হবার কারণ আর কি হতে পারে?

মলয়। ভাই, তিনি অতি বিচক্ষণ ও বহুদর্শী লোক, অবশ্য তাঁর কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে, তা এখন আমরা বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। আর এ ও নিশ্চয় বল্‌তে পারি, তিনি কখনই মহারাজকে হত্যা করেন নি।

নন্দ। তবে পিতাকে কে হত্যা করেছে, বোধ হয়?

মলয়। এত উতলা হচ্ছ কেন? স্থির হয়ে অনুসন্ধান কর ক্রমে সকলই প্রকাশ হবে। এখন এস উদ্যানে কিয়ৎ-

কাল বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিগে—তথায় স্বভাব শোভা সন্দর্শনে তোমার মন কথঞ্চিৎ প্রফুল্ল হবে তার আর সন্দেহ নাই।

নন্দ। ভাই!———

উদ্যান শ্মশান তার উভয় সমান,

শোক তাপে মন যার সদা ম্রিয়মাণ॥

মলয়। বয়স্য, তুমি জ্ঞানবান হয়ে যে এ প্রকার শোকাভিভূত হবে এই আশ্চর্য্য, যদি আপনার মনের উপর প্রভুত্ব কর্ত্তে না পার্‌লে, তবে তোমার বিদ্যা বুদ্ধির ফল কি? শারীরিক পীড়া অপরের সাহায্যে আরোগ্য হতে পারে, কিন্তু চিত্তব্যাধি আধির ভিষক আপনাকেই হতে হবে। এখন শশি কেমন আছে বল?

নন্দ। সখা, শশি আর তুমি আছ বলেই অদ্যাপি জীবিত আছি, এখন এস তবে উদ্যানে যাওয়া যাক তোমার অনুরোধ আমায় অবশ্যই রক্ষা কর্ত্তে হবে।

গীত।

রাগিনী—মূলতান, তাল আড়াঠেকা।

আর কত কাল সব এ ঘোর যাতনা ভার।

দেহ নাথ, দেহ দাসে চরণে স্থান তোমার॥

সুখহীন অনুদিন, আমি অতিশয় দীন,

দয়া করি দয়াময় করহে নিস্তার॥

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুসুমপুর, শকটারের অন্তঃপুর।

শশিপ্রভা ও পদ্মাবতীর প্রবেশ।

পদ্মা। দেখ শশি, তোমায় সে দিন সন্ধ্যার সময় যে একটি গোপনীয় কথা বলেছিলেম তা যেন বোন, কারও কাছে প্রকাশ কোর না।

শশি। সে দিন সখি, তোমাতে আমাতে ত অনেক কথা হয়েছিল, তার মধ্যে কোন্ কথাটির নিমিত্ত আমার এত সাবধান কর্‌ছ? কৈ এমন ত কোন বিশেষ কথা হয় নি। (স্বগত) আমি আর সে বিষয় উল্লেখ কর্ত্তে দিব না।

পদ্মা। সেকি বোন, মহারাজ মহানন্দের সে প্রকার মৃত্যুর কথা বিশেষ সাবধানে গোপন কর্‌বার কথা নয়?

শশি। সত্যি বল্‌ছি বোন, রাজার মৃত্যুর বিষয় আমার কিছুই মনে ছিল না।

পদ্মা। তুমি দিদি, কুমার নন্দের কথা গুলি বই আর কোন্ কথাইবা মনে রাখ?

শশি। সখি, তাঁর সেই মধুমাখা কথাগুলি, যদি মনে না কর্‌ব, তবে আর কি ভাব্‌ব বল দেখি?

পদ্মা। কুমার যে তোমার ইষ্টদেব হয়েছেন দেখ্‌তে পাই, দিবা রাত্রি কেবল সেইরূপই ধ্যান করা হচ্ছে, তাঁরই কথা তোলাপাড়া হচ্ছে, কিন্তু বোন জানা উচিত সে দেবতা তোমার প্রতি প্রসন্ন কি না ?

লাবণ্য কনক থালে ও নবযৌবন।
চিনে তব দেবতারে কোর নিবেদন ॥

শশি। এ অপবিত্র দেহ কি, দেবতাকে উৎসর্গ কর্‌বার উপযুক্ত ? তা কেন আমি তাঁকে দিব ? যাবজ্জীবন কেবল আমার নির্ম্মল মনোপুষ্পে তাঁর চরণার্চ্চনা কর্‌ব।

পদ্মা। কেন ভগিনি, তুমি তাঁর এত পক্ষপাতিনী হলে ? তোমার এ প্রকার প্রগাঢ় অনুরাগ দেখে আমার যথার্থ ভয় হচ্ছে, না জানি তোমার অদৃষ্টে কি আছে! বোন, এ অনুরাগ তোমার কেবল অসুখের কারণ হবে। কুমার যদিও তোমায় যথার্থই ভাল বাসেন, কিন্তু তিনি কি স্বাধীন যে, মনে কর্‌লেই তোমায় বিবাহ কর্‌তে পার্‌বেন ? তাঁর খুড়া কি তোমার সহিত তাঁর বিবাহ দিতে সম্মত হবেন ? কখনই না, রাজপুত্রের বিবাহ রাজকন্যার সঙ্গেই হয়ে থাকে। তাই বলি, ক্রমে ক্রমে তাঁকে ভুলবার চেষ্টা কর, তোমার ভালর জন্যই বল্‌ছি, সখি, আমার কথা শুন।

শশি। বেশ বোধ হচ্ছে বোন, আজিও তুমি আমার মন জান্‌তে পার নাই তাই এমন কথা বল্‌ছ। তিনি যাঁকে ইচ্ছা তাঁকে বিবাহ করুন না কেন, তাতে আমার

ক্ষতি কি ? তিনি এক সময় আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করেও আমার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন, সেই নিমিত্ত আমি তাঁকে এত ভাল বাসি। তিনি আমায় ভাল বাস্‌বেন, কি আমায় বিবাহ কর্‌বেন, এমন আশা আমি একবারও করি না।

পদ্মা। এ বোন্, তোমার নূতন কথা শুন্‌ছি। যে যাকে ভাল বাসে সে তার ভালবাসার আশা অবশ্যই করে থাকে। সে যাহোক্ এখন, রাজপুত্র তোমায় কি বিপদ হতে কি প্রকারে পরিত্রাণ করেছিলেন বল। কৈ সখি, এ বিষয়টি তুমি ত আমার কাছে এক দিনও বল নি ?

শশি। কেন বোন্, রাজা মহানন্দ পিতার উপর রাগ করে আমাদের সপরিবার কারারুদ্ধ করেছিলেন, আর যৎ-পরোনাস্তি কষ্ট দিয়েছিলেন, এ সব কথা তুমি কি কিছুই শুন নাই ?

পদ্মা। হাঁ, তা সব শুনেছি।

শশি। আর সেই কারাগারে আমার ছোট ভাইটির মৃত্যু হলে, মা আমার অনাহারে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, তাও অবশ্য শুনেছ ?

পদ্মা। হাঁ, সে সব কথা তোমার দাদার কাছে অনেক-বার শুনেছি; কিন্তু কুমার যে, তোমায় কি বিপদ হতে, কিরূপে রক্ষা করেছিলেন, সে বিষয় কৈ তিনি কখনও ত বলেন নি ?

শশি। সকল কথা তিনি কেমন করে জান্‌বেন বল ? সে সময় তিনি ত এখানে ছিলেন না।

পদ্মা। কেন ? তবে কোথায় ছিলেন ?

শশি। তখন তিনি বারাণসীতে লেখাপড়া করতেন, আর ভাগ্যে বোন্, সে সময় সেখানে ছিলেন তাই রক্ষা !

পদ্মা। কেন ?

শশি। জান ত তিনি কি প্রকার উগ্রস্বভাব আর অভিমানী ? আমরা যখন কারারুদ্ধ হই, তখন তিনি যদি এখানে উপস্থিত থাক্‌তেন, তা হলে হয় রাজাকেই মেরে বস্‌তেন, নয় আত্মহত্যা কর্ত্তেন। সে অপমান কখনই সহ্য কর্ত্তে পার্ত্তেন না।

পদ্মা। তিনি এম্‌নি লোকই বটে। ও সব কথা থাক্, এখন তোমার কি বিপদ ঘটেছিল তাই বল।

শশি। দিদি, মনে হলে প্রাণটা ফেটে যায়, মা আমার এমন দারুণ পুত্রশোক পেয়েছিলেন তবু সেই কারাগারে, মরে মরে ও আমাদের রেঁধে দিতেন। শক্তি থাক্‌তে আর আমায় রাঁধ্‌তে দেন নি। মায়ের এমনি স্নেহ ! দিদি যার মা নাই সংসারে তার কেহই নাই ! অত যত্ন, অত স্নেহ কি আর কেউ করতে পারে ? (দীর্ঘনিশ্বাস প্রক্ষেপ করিয়া) আহা ! অনাহারে অনাহারে মায়ের আমার সোণার শরীর, একেবারে হাড়ের মালা হয়ে গিয়েছিল।

পদ্মা। হ্যাঁ সখি, ঠাক্‌রুণ্ পুত্রশোক পেয়ে পর্য্যন্ত কি আর কিছুই খেতেন্ না ?

শশি। অনেক ধরাধরি করলে কখন যদি একটু দুধ কি একটু জল খেতেন, আহা ! বোন্, কেবল জলখেয়ে

ক দিন বাঁচ্‌তে পারে বল দেখি ? আঃ মাগো কত যাতনাই তুমি পেয়েছ মা ! (রোদন) ।

পদ্মা । (নিজ বসনাঞ্চলে শশিপ্রভার মুখ মুছাইতে মুছাইতে) দিদি, আর কেঁদনা চুপ কর, আমার মাথা খাও চুপ কর। ও সব কথায় আর কাজ নাই।

শশি। তার পর, মা শয্যাগত হলে আমাকেই রাঁধ্‌তে হত। মার মৃত্যুর পর এক দিন রান্না চড়িয়ে একলাটি বসে কতই ভাব্‌তে লাগলেম, কাঁদ্‌তে লাগলেম, শেষে, কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়্‌লেম। কিছুই জানি না বোন্ অগাধে ঘুমুচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ একটা কোলাহল উঠ্‌ল আর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চক্ষু চেয়ে দেখি কি ভয়ানক্! ঘরের চালে, চারিদিগে, ধূধূ করে আগুণ জ্বলে উঠেছে।

পদ্মা। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! তার পর?

শশি। তখন বোন্, মন্‌টার ভিতর যে কি হল, তা বল্‌তে পারি না, মাথা ঘুর্‌তে লাগ্‌ল, সব অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লেম, এমন সময় কে একজন তীরের মত ঘরের ভিতর এসে ঢুক্‌লেন, আর পলকের মধ্যে আমায় নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লেন।

পদ্মা। তার পর সখি, তার পর?

শশি। তখন বোন, আমাতে আর আমি নাই! কেবল ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেম, ক্ষণেক কাল পরে বাবাকে সেখানে দেখ্‌তে পেয়ে একটু ভরসা হল, তখন একবার আমার উদ্ধার কর্ত্তারদিকে দৃষ্টিপাত কল্লেম,

দেখ্‌লেম, যেন স্বয়ং কুমার আমার পরিত্রাণের নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনিই কুমার নন্দ, সখি, যাঁকে জীবন থাক্‌তে আর ভুল্‌তে পার্‌ব না।

নেপথ্যে। শশি! শশি!

শশি। দাদা বুঝি এসেছেন, তুমি বোন্‌, শীঘ্র যাও, কি বলেন শুনগে।

[পদ্মাবতীর প্রস্থান।

শশি। (স্বগত) আজ কদিন ধরে মনটা কেমনই হয়ে রয়েছে, কিছুই আর ভাল লাগে না। বাবা কেন এমন কুকাজ কর্লেন? আর ও কথা ভাব্‌বনা। একবার কাননে যাই, দেখি যদি মনটা একটু ভাল হয়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শকটারের বাটীর অন্তঃপাতী প্রমোদ কানন

(নন্দের প্রবেশ)

নন্দ। উদ্যানের চতুর্দ্দিকেই ত দেখ্‌লাম, কিন্তু কৈ, প্রিয়া কোথায়? অন্তঃপুরে ত নাই। তবে বুঝি এখনও রৌদ্র আছে বলে, লতাগৃহে অবস্থান কর্চ্ছেন সেখানেই একবার যাই।

[নন্দের প্রস্থান।

(অপরদিকে শশিপ্রভার প্রবেশ)

শশি। পূর্ব্বে কুমার কুসুমপুরে এলে সর্ব্বদাই আমাদের বাটীতে আস্‌তেন, কত গল্প কর্ত্তেন, কত হাস্‌তেন, কত কথাই বল্‌তেন; কিন্তু এবার এসে পর্য্যন্ত কেবল একটি দিন আমার সঙ্গে দেখা করেছেন, আহা! কি ছিলেন কি হয়ে গেছেন—তেমন তপ্ত কাঞ্চনের মত শরীর একেবারে কালী হয়ে গেছে! আহা পিতা! তুমি কি মহাপাতকই করেছ—আঃ আবার আমি ঐ কথা মনে কচ্ছি! তিনি যত কেন দুষ্কর্ম্ম করুন না, তবু তিনি আমার পিতা—পরম গুরু; আমার মনে তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাতে কখনই দিব না। আর ভাব্বনা, এইখানে একটু

শুই, দেখি, ঘুমুলে যদি মনটা একটু সুস্থ হয় (লতা কুসুম শোভিত নিকুঞ্জে শয়ন।)

(নন্দের পুনঃ প্রবেশ)

নন্দ। (স্বগত) এই যে! প্রাণেশ্বরী নিদ্রিতা, নিদ্রাবস্থায় প্রেয়সীর মুখারবিন্দ কি অনির্ব্বচনীয় মধুরতা ধারণ করিয়াছে! বোধ হয় যেন কোন দেব-দুহিতা বা গন্ধর্ব্ব কন্যা ভূলোকে অবতীর্ণা হইয়াছেন। আহা বিনোদিনীর ওষ্ঠাধর কি সুন্দর! কি লোভনীয়! (চুম্বন)

শশি। (নয়নোন্মিলন করতঃ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক অবনত বদনে অবস্থান।)

নন্দ। প্রিয়ে, অমন করে রইলে যে?

শশি। না, তুমি আর অমন কোর না।

নন্দ। কি কোর্‌ব না?

শশি। দেখ, উনি যেন কিছু জানেন না।

নন্দ। চুম্বন করেছি তাই বল্‌ছ, তাতে তোমার ক্ষতি হয়েছে কি?

পদ্মমধু নিরন্তর, পান করে মধুকর,
বিমল কমল তাহে হয় কি মলিন?
অথবা তাহে কি তার, সৌরভ না রহে আর?
পরম সন্তোষ পায় অথচ অলিন্।

শশি। না কুমার, পরিহাস নয়, আমার মন বল্‌ছে যেন এতে পাতক আছে।

নন্দ। প্রেয়সি, তোমার পাপাচরণে যে এতাদৃশী

ঘৃণা, এতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেম; কিন্তু প্রিয়ে, বিশুদ্ধ প্রেমসূচক চুম্বনে বোধ হয় পাপের সম্ভাবনা নাই!

শশি। তা আমি জানি না, তবে তুমি যদি বিবেচনা কর এতে পাপ নাই, আমিও তাই মনে কর্‌ব।

নন্দ। শশি, তোমার শরীর যেমন সুন্দর, মনটিও কি তেমনি সরল!

শশি। (সলজ্জভাবে) কুমার, রৌদ্রের আর তেজ নাই চল আমরা ঐখানে একটু বেড়াই গে। আহা! কি সুন্দর ফুল গুলি ফুটে রয়েছে!

নন্দ। প্রিয়ে, আমার ভিন্ন বাসনা নাই।

(উভয়ের লতাগৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ।

শশি (বামকরে কুমারের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতঃ দুই একটি কুসুমচয়ন করিতে করিতেঃ মৃদুস্বরে) কুমার কি আমায় ভাল বাসেন? বাস্‌লেও বাস্‌তে পারেন, আর নাই বা বাস্‌লেন, তাতেই বা কি?

নন্দ। প্রণয়িনি, পাগলিনীর মত কি বলছ?

শশি। কেন, তোমায় সকল কথাই বুঝি বল্‌তে হবে?

নন্দ। তুমি যা বল্‌ছিলে তা কি আমি শুনতে পাইনি?

শশি। কি বল্‌ছিলেম বল দেখি?

নন্দ। তোমার কি বোধ হয়? আমি কি তোমায় ভাল বাসি না।

শশি। নাই বা বাস্‌লে, তোমার ভালবাসা আমি চাই না, কেবল আমি তোমায় ভাল বাস্‌ব।

নন্দ। বটে। (চুম্বন)

শশি। (লজ্জাবনত নয়নে) এই স্থানটি কি সুন্দর! এই খানে বসে মালা গাঁথি। (দুর্ব্বাদলে উপবিষ্ট হইয়া মালা গ্রন্থন করিতে করিতে স্বগত) সে দিনকার চেয়ে আজ যেন কুমারের একটু প্রফুল্ল ভাব দেখ্‌ছি।

নন্দ। তুমি ত মালা গাঁথ্‌তে বসলে, এখন আমি কি করি?

শশি। তুমি একটি গান গাও।

নন্দ। তবে একটি নূতন গীত শুন।

গীত।

রাগিণী বাগেশ্রী বাহার,—তাল আড়াঠেকা।

সাধে কি প্রেয়সী শশি, তোমায় এত ভাল বাসি।
কে কোথা দেখেছে হেন, নিরুপম রূপরাশি॥
কিবা মুখ মনোহর,
শরতের শশধর,
অধর অমিয়াময়, মরি কি মধুর হাসি!
অনিল-তাড়িত কেশ,
বিমল কপোলদেশ
পুনঃ পুনঃ পরশিছে, কিবা শোভা পরকাশি!
হেরি জ্ঞান হয় হেন,
প্রভাতের পদ্মে যেন,
বসিছে ভ্রমর বৃন্দ, মকরন্দ অভিলাষী।

প্রিয়ে শুন্‌লে?

শশি। কুমার! তুমি আমায় ভালবাস বলেই, এতভাল দেখ, আমি কোনমতেই তোমার প্রশংসার উপযুক্ত নই।

নন্দ। প্রিয়ে! তুমি ভাল না হলে তোমায় ভাল বাস্‌ব কেন বল দেখি?

শশি। যার নিজের স্বভাব ভাল, সে সকলকেই ভাল দেখে!

নন্দ। তোমায় ভাল না বেসে কি থাকা যায়, তোমার মত সরল-প্রকৃতি, তোমার মত রূপবতী কি রমণীকুলে আর আছে?

গ্রহের সমাজে সোম পরম সুন্দর।
বিহগগণের মাঝে শিখী মনোহর।
হীরকের শিরোমণি কৌস্তুভ রতন।
ধাতু মধ্যে সুশোভন লোভন কাঞ্চন॥
কমল কুসুম শ্রেষ্ঠ প্রিয় দেবতার।
আমার প্রেয়সী তুমি রূপসীর সার॥

শশি। তোমায় কথায় কে আঁট্‌বে বল, এখন এই মালা পর আমি চল্‌লেম——ঐ চামুণ্ডা মন্দিরে বাজনা আরম্ভ হয়েছে, পিতার সহিত এখনই আরতি দর্শন কর্ত্তে যেতে হবে (গাত্রোত্থান।)

নন্দ। হ্যাঁ, তবে আমিও এখন আসি (দণ্ডায়মান হইয়া) প্রিয়ে, মনে রেখো।

শশি। তোমায় ভাব্‌বার আমার সমস্ত দিবা রাত্রি আছে, তবে তুমি আমায় অধিনী বলে, দিনান্তে একবার মনে কল্লেও কৃতার্থ হব।

নন্দ। সেকি প্রিয়ে! তুমি আমার এক মাত্র চিন্তা, জীবন থাকৃতে কি তোমায় ভুল্‌তে পারি?

শশি। (নন্দের স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিয়া) আবার কবে আস্‌বে বল ?

নন্দ। সাবকাশ হলেই সাক্ষাৎ কর্‌ব।

শশি। না, কাল আবার আস্‌তে হবে, আস্‌বে বল ?

নন্দ। প্রণয়িনি ! তোমার বলা বাহুল্য, এখন আসি ?

[উভয়ের ভিন্নদিকে প্রস্থান।

(প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত)

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুসুমপুর, এক নিভৃত গৃহ।

রাজা ও শকটার উপস্থিত।

রাজা। মহাশয়, প্রিয়ম্বদ আর ভদ্রসেন অনেক দিন হল, গৌড় নগরে গেছে। আজি ও ত তারা প্রত্যাগত হল না, তাদের এ প্রকার বিলম্ব বড় ভাল লক্ষণ নয়। অতএব আমাদের আর নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা উচিত হয় না। আপ.ন কোষাধ্যক্ষ এবং সেনাপতির সহিত, পরামর্শ করে আমাদিগের রাজত্ব ও আত্মরক্ষার নিমিত্ত যা কর্ত্তব্য হয় করুন্ এবিষয়ে আর উপেক্ষা কর্বেন না।

শক। মহারাজ, আপনকার এ সকল বিষয় চিন্তা করে অনর্থক কষ্ট পাবার প্রয়োজন কি? রাজ্যের সমস্ত ভার যখন আমার উপর অর্পিত হয়েছে, তখন আপনকার চিন্তার বিষয় কি?

রাজা। আপনি যখন মন্ত্রী আছেন, তখন আমি নিশ্চিন্তই আছি, তবে বল্‌ছিলাম, এরা যে আজিও প্রত্যাগত হচ্ছে না, এর কারণ কি?

শক তাদের শীঘ্রই কুসুমপুরে উপস্থিত হবার

সম্ভাবনা আছে, আমি সম্প্রতি প্রিয়ম্বদ-স্বাক্ষরিত এক খানি পত্র পেয়েছি, যে দিন তারা গৌড় নগর পরিত্যাগ করে, সেই দিন সেই পত্র খানি আমায় লেখে।

রাজা। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) ভাল মহাশয়! আপনার কি অনুমান হয়? নন্দ কি অদ্যাপি পিতৃ-শোক বিস্মৃত হয় নাই? তার ভাব আমার বড় ভাল বোধ হয় না।

শক। (স্বগত) এ প্রকার ভীরু-স্বভাব রাজাকে লইয়া রাজকার্য্য করা সুকঠিন, (প্রকাশ্যে) মহারাজ, কুমার তার পিতার মৃত্যু সময়ে এখানে উপস্থিত ছিলেন না, সেই নিমিত্তই এত অধিক শোকার্ত্ত হয়েছেন। ক্রমশঃ অবশ্যই সে শোকের শান্তি হবে, অতএব আপনি তাঁর সম্বন্ধে আর উৎকণ্ঠিত হবেন না।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা (প্রণাম পূর্ব্বক) মহারাজ, সভাসদ প্রিয়ম্বদ আর ভদ্রসেন বহির্দ্বারে অপেক্ষা কচ্ছেন। অনুমতি হলে শ্রীচরণ দর্শন করেন।

রাজা। আস্‌তে বল।

দৌবা। যে আজ্ঞা (প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থান)

শক। এইত এরা এল, আর আপনি কতই উতলা হচ্ছিলেন।

রাজা। এখন, কি করে এল, তাত বলা যায় না।

(প্রিয়ম্বদ ও ভদ্রসেনের প্রবেশ)

ভদ্র। মহারাজের জয় হোক।

প্রিয়। শিরে ধরি রাজাদেশ, গিয়াছিনু বঙ্গদেশ
কুশলে সকল কার্য্য করি সম্পাদন।
রাজন্! এ দাস তব বন্দিল চরণ।

রাজা। সংবাদ কি, মঙ্গল ত?

ভদ্র। ধর্ম্মাবতারের অকুশল কোথায়?

প্রিয়। মহারাজ, আমরা কেমন কার্য্যকুশল তা বলুন!

শক। অহে! এখন বাগাড়ম্বর পরিত্যাগ করে, কি করে এলে বল?

ভদ্র। এই লন, (চন্দ্রগুপ্ত দত্ত পত্র প্রদান)

শক। (পত্র পাঠান্তে প্রফুল্ল বদনে) মহারাজ, চন্দ্রগুপ্তের ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হয়েছে, তিনি লিখ্ছেন "আমি যে আপনকার সাধু অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া অযথাচরণ করিয়াছি, তন্নিমিত্ত শ্রীমদ্দেবপাদে একান্ত অপরাধী হইয়াছি"।

রাজা। আহা সে বালক বৈ ত নয়, তার বুদ্ধি ত পরিণত হয় নাই। বৎস এখন বুঝেছেন যে খুড়া তাদের কি পর্য্যন্ত শুভাকাঙ্ক্ষী।

ভদ্র। মহারাজ, বিদুর যেমন তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডবগণের আন্তরিক শুভানুধ্যায়ী ছিলেন, নান্দদিগের সম্বন্ধে আপনিও সেইরূপ।

প্রিয়। মহারাজ তাঁদের যে কত দূর মঙ্গলাকাঙ্খী, তা তাঁরা কিছু দিন পরে জান্‌তে পার্‌বেন, এখন ত তাঁরা বালক, আগে তাঁদের জ্ঞানালোক উদ্দীপ্ত হোক।

শকটার। (স্বগত) প্রিয়ম্বদের এই বাক্য পরম্পর-সঙ্কুল দ্ব্যর্থবাচক, পরন্তু এ ব্যক্তি উদার-স্বভাব, মন্দ অভিপ্রায়ে, বোধ হয়, এতদ্বাক্য প্রয়োগ করে নাই, রাজার মনোরঞ্জন করাই এর উদ্দেশ্য। আমি সমস্ত অবগত আছি বলিয়াই অপরার্থের উদ্ভাবণ করিতেছি। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, এঁরাত এখন পুরস্কার পেতে পারেন।

রাজা। অবশ্য, এদের এক এক শত স্বুবর্ণ প্রদান কর্‌তে অনুমতি করুন। (রাজার গাত্রোত্থান)

ভদ্র। মহারাজের জয় হোক, রাজ ভাণ্ডার যেন সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে।

প্রিয়। আর এদাসেরাও যেন যাবজ্জীবন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

———০———

কুসুমপুর শকটারের অন্তঃপুর

(শশিপ্রভা এবং পদ্মাবতীর প্রবেশ)

শশি। দেখ দেখি সখি, এ চিত্রখানি কেমন হয়েছে

পদ্মা। দেখি দেখি, (আলেখ্য গ্রহণান্তর উপবেশন করিয়া) আহা অতি সুন্দর হয়েছে, বৃক্ষাবলি, লতাকুঞ্জ পর্ব্বতমালা, মৃগশাবক সকল অতি সুচারু রূপে চিত্রিত হয়েচে।

শশি। প্রতিমূর্ত্তি চিত্রকরা অত্যন্ত কঠিন, না সখি?

পদ্মা। তার আর সন্দেহ আছে? কেমন শশি, অবিকল প্রতিরূপ লিখ্‌তে পার, এটি তোমার আন্তরিক ইচ্ছা কি না?

শশি। তুমি বোন্, কিছু মনে করে এ কথাটি জিজ্ঞাসা কর্‌ছে।

পদ্মা। তা সত্যই ত; তোমার কি একান্ত বাসনা নয়, যে তোমার সেই মনোচোরের মনোহর মূর্ত্তিখানি চিত্রিত করে দিবারাত্রি নেত্র সার্থক কর?

শশি। তুমি যে একথা বল্‌বে, তা বোন, আমি আগেই জান্‌তে পেরেছি।

পদ্মা। দিদি, এ ত ডাকের কথা পড়েই আছে, "যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত"।

শশি। তবু ত টিপে ধর্‌তে ছাড়ানা বোন,

পদ্মা। টেপা টিপিতে ব্যাথাটা সরে গেলে ভাল হয় না?

শশি। দিদি, এ ব্যথা আমার সঙ্গের সাথী।

পদ্মা। (**শশির চিবুক ধরিয়া**) আ মরি, একেবারে মরেছে?

শশি। আমার সঙ্গে একটু সাবধানে কথা কয়ো বোন্, জানত, আমি মরিছি? তোমায় কি আবার পেয়ে বস্‌ব?

পদ্মা। আ মর, আমায় পেয়ে তোমার কি লাভ হবে? যার তরে মরেছে, তাকেই পেলে ভাল হয় না? হ্যাঁ শশি, রাজপুত্র তোমায় ত সেই মৃত্যুগ্রাস হতে পরিত্রাণ কর্‌লেন, তারপর তোমাদের কি হল?

শশি। তারপর আমাদের সেই বিপদের দিন, মহারাজের মনে বুঝি একটু দয়া হল, তাই তিনি আমাদের কারামুক্ত করে পুনর্ব্বার পিতাকে মন্ত্রী কর্‌লেন, আর আমাকে অন্তঃপুরে রাণীর কাছে রাখ্‌লেন।

পদ্মা। কেন? তুমি বাড়ী এলেনা কেন?

শশি। সখি, তার কারণ আছে, পূর্ব্বে আমাদের আর একখানি বাড়ী ছিল; রাজা যে দিন আমাদের কারাবাসের অনুমতি দেন, সেই দিন আবার সেই বাড়ীখানি

সমভ্রম কারন, কাজেই যতদিন আমাদের এই নূতন বাটী প্রস্তুত না হল, ততদিন আমায় রাজান্তঃপুরেই থাক্‌তে হয়েছিল।

পদ্মা। সেখানে তুমি কত দিন ছিলে?

শশি। প্রায় এক বৎসর হবে।

পদ্মা। সেখানে রাজপুত্রের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হত?

শশি। অনেক সময় আমরা একত্রেই থাকতেম্। আহা সখি, রাজ ভবনে কি সুখেই ছিলেম, দুঃখ কাকে বলে তা জান্‌তেম না, কেবল আমোদ আহ্লাদেই কাল কাটাতেম,

পদ্মা। তা ত হবেই, বসন্ত সমাগমে বৃক্ষাবলি মুঞ্জরিত হলে পৃথিবীর যেমন প্রফুল্লভাব হয়, সেইরূপ যৌবনোদয়ে নবানুরাগ সঞ্চারে, মনুষ্য হৃদয় নিরবচ্ছিন্ন অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করে।

গীত।

রাগিণী কালাংড়া, তাল একতালা।

সরস বসন্তে সখি, বহে মলয়-পবন:
কুহরে কোকিল কুল; বিহরে ভ্রমরগণ;
সরসে কমল হাসে; মঞ্জুল-মুকুল বাসে
পূর্ণ হয় দিকচয়; মুঞ্জরে নিকুঞ্জ বন॥

শুন্‌লে সখি?

শশি। সত্যি বন্, তেমন সুখের দিন আর হবে না, এখন বেস জান্‌তে পার্‌ছি যে, তখন কার মত আর, মনে সুখ নাই

পদ্মা। প্রিয়সখি, দেবতাদের মনে যদি থাকে, রাজপুত্রের সহিত তোমার যদি কখন বিবাহ হয়, তখন কি বল তাও শুন্‌ব। তখন ও বোন নিশ্চয় জেনো এই পুরাতন কথাটি আবার উচ্চারণ কর্‌তে হবে যে, " তখনকার মত আর মনে সুখ নাই"। সখি, আমাদের স্বভাবই এইরূপ যে, বর্ত্তমান সুখকে আমরা সুখ বলে বুঝ্‌তে পারি না।

শশি। তুমি বোন্, এত কথাও জান, আর জান্‌বে না কেন ? তোমাদের কনোজ দেশেরে মেয়েরা কত বয়স পর্য্যন্ত লেখা পড়া করে। তোমার মত অত পুঁথি পড়লে আমিও কত কথা বল্‌তে পার্‌তেম।

পদ্মা। এখনও কেন তুমি পড়না বোন্, পড়তে তোমায় কে বারণ করেছে ? (শশির গাল টিপিয়া) না, না তুমি যে রাজপুত্রের কাছে পড়বে। এখন যাই এস, ঐ বুঝি ওঁরা আসছেন

[উভয়ের প্রাস্থান।

(বিজয় ও শকটারের প্রবেশ)

বিজয়। মহাশয়, নন্দ, যে ইদানী সর্ব্বদা আমাদের অন্তঃপুরে এসে শশির সঙ্গে কথা বার্ত্তা কয়, এটা কি ভাল দেখায় ?

শক। ইদানী কেন বাপু ? কুমার যখনই কুসুমপুরে থাকেন, তখনই ত আমাদের বাটীতে আসেন।

বিজয়। শশি কি এখন ছোটটি আছে, না নন্দ বালক ?

শক। তাদের এপ্রকার প্রণয়ালাপ যে লোকাচার বিরুদ্ধ, তা আমি বিলক্ষণ জানি এবং তা জেনে ও যে কিছু বলি না, তার বিশেষ কারণ আছে। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা চতুর্দ্দিক সমীক্ষণ না করে কোন কার্য্য করেন না, আমি যে ভূজঙ্গম হয়ে ভেক্‌কে মস্তকে বহন কর্‌ছি, কেবল তার নিধন সাধনের সুযোগাপেক্ষায় জান্‌বে।

বিজয়। কিন্তু মহাশয়, নন্দকে আমাদের বাটীতে আস্‌তে দিলে, আমাদের উপর মহা বিপৎপাতের সম্ভাবনা।

শক। সে কি ?

বিজয়। মহানন্দের তথাবিধ মৃত্যুর বিষয়, শশি সব শুনেছে।

শক। আঁা, শশিকে এ কথা কে বল্‌লে ? এ তোরই কর্ম্ম, তুই উপযুক্ত পুত্র বলেই তোকে সকল কথা বলি, তোর সঙ্গে সকল বিষয়ের পরামর্শ করি, কিন্তু তুই যে এমন কুলাঙ্গার, মূর্খ, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। এর উপায় এখনি একটা করা চাই। শশি ! শশি !

নেপথ্যে। যাই

শক। শীঘ্র এ দিকে আয়।

(শশিপ্রভার প্রবেশ।)

(শশির প্রতি) তুমি রাজবধূ হবে নিশ্চয় করেছ নকি ? কোন লজ্জায় কুমরের সহিত হাস্য পরিহাস কর, কিছু বলিনা বলে স্পর্দ্ধা বাড়্‌ছে নাকি ?

[শশিপ্রভার অধোবদনে রোদন]

শক। আর কাঁদ্‌তে হবে না, এখন যা বলি তা শুন্‌বি কি না ?

শনি। বাবা, আমি কবে আপনার কথা শুনিনি ?

শক। অবাধ্য হওনাই সে ভালই, কিন্তু এখন যা বলি, তাতে দ্বিরুক্তি কোরনা—কে আছিস ?

নেপথ্যে। আজ্ঞা।

শক। লেখনী আর পত্র লয়ে আয়। দেখ মা শশি, রাজপুত্রের আশা তুমি একেবারে পরিত্যাগ কর, তার সহিত তোমার পরিণয় হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, অতএব তার সঙ্গে তোমার আর সাক্ষাৎ করা হবে না; আপাততঃ তোমার মনে কিঞ্চিৎ কষ্ট হতে পারে বটে, কিন্তু সে ক্লেশ দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে না। রাজকুমারকে তুমি শীঘ্রই ভূলে যাবে, ইন্ধনাভাবে পাবক সহজেই নির্ব্বাপিত হয়।

(পত্র ও লেখনী লইয়া দাসীর প্রবেশ)

লও মা, এখন লে দেখি (দাসীর প্রতি) তুই এখন যা।

[দাসীর প্রস্থান।

শশি। বলুন, কি লিখ্‌ব ?

শক। এই লিখ " কুমার, তোমার যে প্রকার ব্যবহার বোধ হয় তুমি সাধু অভিপ্রায়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ কর না। "

শশি। অমন কথা আমি কখনই লিখ্‌তে পার্‌বনা, তিনি কখন——

শক। তবে তুমি কি লিখ্‌তে চাও ?

শশি। আমি কি লিখ্‌ব ?

শক। আমি যা বলি তা লিখ্‌বে না, আপনি ও কিছু একটা লিখ্‌বে না, তবে তোমার মানস টা কি ?

বিজয়। শশি, এই লিখ " কুমার আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব না, তুমি আর আমাদের বাটীতে আসিওনা, যদি আইস আমার দেখা পাইবে না। "

শক। তাই লিখ।

শশি। (লিখন সমাপনান্তর) এই লেখা হয়েছে।

শক। শিরনাম লিখ ?

শশি। (লিখনান্তর) এই নিন্‌।

শক। (পত্র গ্রহনান্তর) তবে তুমি এখন যাও।

[শশিপ্রভার প্রস্থান।

কে আছিস্‌ ?

নেপথ্যে—আজ্ঞা যাই।

(দাসীর প্রবেশ)

শক। (দাসীর প্রতি) এই পত্রখানি প্রহরীকে

দাওগে, আর তাকে বল, সে যেন এই পত্র কুমার নন্দের হস্তে প্রদান করে—বুঝ্‌লে ?

দাসী। যে আজ্ঞা (প্রস্থান)

শক। তোমার মত মূর্খ, অকর্ম্মণ্য, স্ত্রৈণ আর সৃষ্টি নাই, তুমি কোন সাহসে মহানন্দের সে প্রকার মৃত্যুর কথা স্ত্রীলোকদের নিকট ব্যক্ত কর্‌লে বল দেখি ?

বিজয়। শশিকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে, সে কথা প্রকাশ হবার আর কোন সম্ভাবনা নাই।

শক। আর বৌমাকে সাবধান করা হয়েছে ত ?

বিজয়। মহাশয়, অত উতলা হচ্ছেন কেন ? সকলকেই সাবধান করা হয়েছে।

শক। সকলকেই সাবধান করা হয়েছে, তোমার মাথা হয়েছে, আঃ মূর্খ, আঃ কুলাঙ্গার, দূর হ দূর হ তোরতে মুখ দর্শন কর্‌তে চাই না।

[অধোবদনে বিজয়ের প্রস্থান।

শক। (স্বগত) শত্রু সামান্য হলেও তাকে উপেক্ষা করা অবিধেয়। নন্দের শ্রাদ্ধের আয়োজন শীঘ্রই করা চাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

মৃগাঙ্ক প্রাসাদ

নন্দের প্রবেশ

নন্দ। মন, আর কেন সে বিষময়ী ললনার চিন্তা কর? সেত তোমার নয়। শশিপ্রভা আ প্রিয়ে, আমি নিশ্চয় জানতেম যে তুমি একান্তই আমার, হায়, যে এক মাত্র আশ্রয় অবলম্বন করে জীবন ধারণ করছিলাম, এখন তাতেও বঞ্চিত হতে হল। শশি, তোমার মনে এই ছিল? অথবা তোমার দোষ কি? শঠতা ও চাপল্য তোমাদের জাতীয় ধর্ম্ম। ঈশ্বর নারীর হৃদয় যে কোন উপকরণে নির্ম্মাণ করেছেন, কেবল তিনিই বলতে পারেন।

(নেপথ্যে পাদবিক্ষেপ শব্দ)

আঃ এ দুঃখের সময় আবার কে বিরক্ত করতে আসছে! আমার আর কাহারও সহিত আলাপ করতে ইচ্ছা নাই, মনুষ্য শব্দটাও ঘৃণাজনক, বিরক্তজনক বোধ হয়। কি জ্বালা।

(মলয় কেতুর প্রবেশ)

মলয়। কেন বয়স্য! এমন মলিন ভাব কেন?

নন্দ। সেইমত কার্য্য সখা যেরূপ কারণ।
সেখানেই মলিনতা যেখানে দহন।

অতএব ভাই আমার মলিনত্বের কারণ আর জিজ্ঞাসা করছ কেন ?

মলয়। কুমার, তুমি যে এমন সামান্য ঘটনায় এত অধীর হবে এই আশ্চর্য্য, বল দেখি প্রিয়জন বিয়োগ কার না ঘটেছে ? অতএব ও সকল চিন্তা একে বারে পরিত্যাগ করে পুনর্ব্বার আমোদাহ্লাদ ও অধ্যয়নে মনো নিবেশ কর।

নন্দ। মলয়, এ জন্মের মত আমার আহ্লাদ আমোদ শেষ হয়েছে। এই লও সখা পড়ে দেখ (শশিপ্রভালিখিত পত্র প্রদান)

মলয়। (পত্রপাঠান্তে) বয়স্য, এযে তোমার নিমন্ত্রণ পত্র। আমি আশ্চর্য্য হই যে, তুমি স্ত্রীজাতির প্রকৃত স্বভাব আজিও অবগত হও নাই।

নন্দ। ভাই, আমি সকলই বুঝি, সকলই জানি, তবে কি জান, আমার অদৃষ্ট তেমন নয়।

ময়ল। অদৃষ্ট কি সখা ? ও কথা তোমার মুখে ভাল শুনায় না, ও স্ত্রীলোকদের কথা। সে যা হউক, কাল অবশ্যই শশির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাও, নিশ্চয় জেনো সে তোমারই আছে।

নন্দ। মলয়, আমরা আশালতা অবলম্বন করেই জীবন ধারণ করছি।

(দৌবারিকের প্রবেশ]

দৌ। (প্রণাম পূর্ব্বক) রাজসভাসদ প্রিয়ম্বদ সিংহদ্বারে অপেক্ষা করছেন।

নন্দ। এ আবার কি বিভীষিকা ? আস্‌তে বল।

দৌ। যে আজ্ঞা। (প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থান)

নন্দ। প্রিয়ম্বদের আগমনের কারণ কি, কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না যে।

মলয়। অবশ্য কোন কার্য্যানুরোধে এসে থাকবেন।

(প্রিয়ম্বদের প্রবেশ)

নন্দ। আস্‌তে আজ্ঞা হয়, বসুন, কি মনে করে আসা হয়েছে ?

প্রিয়। একটা বিশেষ কথা আছে।

নন্দ। বলুন।

প্রিয়। আজ্ঞা (মলয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত)।

নন্দ। আপনার সে সাবধানের আবশ্যক নাই, এঁর নিকট আমি কোন বিষয়ই গোপন করি না।

নন্দ। বীর চূড়ামণি চন্দ্রগুপ্ত আপনাকে এই পত্র দিয়াছেন।

নন্দ। (পত্র গ্রহণান্তর) হাঁ, আপনি বঙ্গদেশে গিয়া-ছিলেন বটে, সে স্থান হতে কবে আসা হয়েছে ?

প্রিয়। পরশ্ব দিবস কুসুমপুরে উপস্থিত হয়েছি।

নন্দ। দাদা মহাশয় ভাল আছেন ত ?

প্রিয়। আজ্ঞা হাঁ, তাঁর সমস্তই কুশল।

নন্দ। (পত্র পাঠ) " ভাই, যে পর্য্যন্ত আমি মগধে উপস্থিত হইয়া পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিতে না

পারি, তদবধি তুমি অতি সাবধানে থাকিবে, রাজ্য সংক্রান্ত কোন বিষয়েই লিপ্ত থাকিও না। দুরাত্মারা পিতাকে হত্যা করিয়াছে, সর্পাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। ভাই, হঠাৎ ক্রোধান্ধ হইয়া একটা বিশৃঙ্খলা ঘটাইওনা।" মলয় শুন্‌লে ভাই?

মলয়। হাঁ, কিন্তু মহারাজের হত্যা সম্বন্ধে অদ্যাপি ত কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রিয়। দুরাত্মারা মহারাজকে যে হত্যা করেছে, তার আর সন্দেহ নাই। আমরা গৌড় নগরে উপস্থিত হলে, এক দিন রাজসভায় মহারাজের মৃত্যু বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন হয়। প্রথমতঃ অনেকে অনেক প্রকার অনুমান কর্‌তে লাগ্‌লেন; তার পর ধর্ম্মাধিকরণ রাক্ষস, যে যে কারণে রাজার সর্পাঘাত সম্বন্ধে তাঁর সংশয় জন্মেছিল সে সকল অতি পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত কর্‌লেন।

নন্দ। রাক্ষস কি এখন গৌড়নগরে অবস্থান কর্‌ছেন?

প্রিয়। আজ্ঞা হাঁ, তিনি এখন সেইখানেই আছেন।

নন্দ। তার পর?

প্রিয়। তাঁর সেই চূড়ান্ত বক্তৃতায় মহারাজের হত্যা বিষয়ে কাহারও আর অণুমাত্র সংশয় রহিল না।

নন্দ। তিনি কি বল্‌লেন, পিতাকে কে হত্যা করেছে।

প্রিয়। আর কে সে দুষ্কর্ম্ম কর্‌বে বলুন। যিনি রাজ্যাপহরণ করেছেন, তিনিই মহারাজকে বধ করেছেন।

নন্দ। খুড়া তাঁকে হত্যা করেছেন?

প্রিয়। তিনি এবং শকটার যে তাঁর মৃত্যুর মূলীভূত কারণ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

নন্দ। তারপর কর্ত্তব্য কি স্থির হল? দাদা মহাশয়ের এপত্রের ভাবে ত বেস বোধহচ্ছে যে, তিনি যুদ্ধ করাই স্থির করেছেন। কিন্তু আবার শুন্‌লেম খুড়া মহাশয়কে লিখে-ছেন, যে তিনি যুদ্ধ যাত্রায় নিরস্ত হলেন। এর কারণ কি?

প্রিয়। তিনি প্রকাশ্য যুদ্ধ কর্‌বেন না, কৌশলক্রমে রাজ্যোদ্ধার কর্‌বেন এইরূপ সংকল্প করেছেন।

নন্দ। এটা দাদার বীরোচিত ব্যবহার হয় নাই, প্রকাশ্য যুদ্ধ করাই তাঁর উচিত ছিল।

প্রিয়। (হাসিতে হাসিতে) তিনিও তা বলেছেন যে, "আমার খুড়ার সহিত এ প্রকার কপট ব্যবহারে ভায়া বিরক্ত হবেন; কিন্তু কি করি, উপায়ান্তর নাই; প্রকাশ্য যুদ্ধ কর্‌তে গেলে,উভয় পক্ষে আমাদেরই প্রজা ও অর্থ নষ্ট হয়। বিশেষতঃ ভায়ার উপর মহা বিপৎ পাতের সম্ভাবনা।"

নন্দ। ভাল, তিনি এখানে কবে আস্‌বেন, তা কিছু বলেছেন?

প্রিয়। আজ্ঞা না, তা আমায় কিছু বলেন নি।

মলয়। সখা বস, রাত্রি অনেক হয়েছে এখন আসি।

প্রিয়। অনুমতি হয় ত দাসও এক্ষণে বিদায় লয়।

নন্দ। চল্‌লেন, তবে আসুন, আমিও শয়ন করিগে; (প্রিয়ম্বদের প্রতি) মহাশয় কাল এক্‌বার আস্‌বেন।

[মলয়কেতু ও প্রিয়ম্বদের প্রস্থান।

নন্দ। আমার সংশয় তবে নিতান্ত অমূলক নয়। নিবিড় ঘন ঘটা হইতেও বিদ্যুদগ্নি বিজ্বলিত হয়, অন্তরাত্মার দিব্যালোকে কত সময় আমাদিগকে চকিত ও তমসাচ্ছন্ন জীবন-পথ আলোকিত করিয়া দেয়। সন্দেহই আমার যন্ত্রণা—নরক যন্ত্রণা—দেখি এ যন্ত্রণা কোথায় পর্য্যবসিত হয়—নিদাঘকালীন্ সন্ধ্যা-গগনের মেঘমালা হইতে দেখিতে দেখিতে কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়া যায়, খুড়া, খুড়া, তোমার এ কাজ! কি ভয়ানক! ঈশ্বর আছেন,—নিশ্চয় আছেন, পাপের ফল অবশ্যই পাবে। শকটার তুমিও কি এই মহাপাতকে পরিলিপ্ত?—বলিতে পারি না; যদি থাক, নিশ্চয় জানিও তোমায় নিস্তার নাই, দুষ্ট লোকের চাতুরীই তার মৃত্যু বাগুরা। মা, মা, তুমিও কি—উঃ অসহ্য—আর ভাবিতে পারি না!

[নন্দের প্রস্থান।

দ্বিতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয়াঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শকটারের বাটীর অন্তঃপাতী উপবন।

শশিপ্রভা গগনার্পিত নেত্রে আসীনা, পশ্চাদ্দেশে এক বৃক্ষান্তরালে পদ্মাবতীর গুপ্তভাবে অবস্থান।

শশি। (মৃদুস্বরে) গীত।

রাগিণী বেহাগ, তাল আড়াঠেকা।

হায় ! বিদরে হৃদয়,
অবলার প্রাণে আর কত জ্বালা সয় ॥

২

আর কি আসিবে নন্দ—
আমার নয়নানন্দ ;
সে ভানু বিহনে হেরি সব অন্ধকার।
চাঁদ মুখে হাসি তাঁর—
যেন চন্দ্রিকা প্রচার,
মানস চকোর হেরি হরষিত হয় ॥

৩

তাঁরে কি হেরিব আর ;
কেবল সুধার ধার—
শুনিব, তাঁহার বাণী, উন্মাদিনী হয়ে।

বল্লভ বদনশোভা—
জন গণ মনোলোভা ;
সুচারু লোচন ছুটি ভাবের নিলয় ॥
৪
বিনা সেই গুণমণি,
দিবসে যেন রজনী ;
লোকাকীর্ণ জন পদ অরণ্য সমান ।
ইহ জনমের মত
সুখ সূর্য্য অস্তগত,
সমাগত দুঃখ নিশি তামস হৃদয় ॥

পদ্মা । (হাসিতে হাসিতে) বা শশি, বেস্ গেয়েছ !

শশি । অ্যাঁ, তুমি কতক্ষণ এসেছ ?

পদ্মা । আমি যতক্ষণ আসিনা কেন, এগান কোথা শিখেছ ?

শশি । শিখেছি এ খেদগান বিচ্ছেদের কাছে
বিরহে বিলাপ বিনা আর কিবা আছে ?

পদ্মা । সখি, অত ভেব না ।

শশি । না দিদি, ভাব্‌ব কেন এখন ত্বরায় আমার মৃত্যু হয়, এই আশীর্ব্বাদ কর ।

পদ্মা । বালাই, অমন অলক্ষণে কথা বল্‌তে আছে ? তোমার কিসের দুঃখ ? পিতা তোমার রাজমন্ত্রী— রাজা বল্‌লেও হয়, তবে আপাততঃ নন্দ বিরহে যা কিছু কষ্ট, তাও বন্, তোমার বিবাহ হলে আর থাক্‌বে না ।

শশি। দিদি, নন্দ বিরহ—বিষধর-দংশন, কেন এমন স্বপ্ন দেখলাম বোন্, মন যে আর কিছুতেই প্রবোধ মানে না।

পদ্মা। কি স্বপ্ন দেখেছ সখি!

শশি।

গীত

রাগিণী বিভাস। তাল আড়াঠেকা।

নিশি শেষে নিদ্রাবেশে হেরিনু স্বপন—
সজল নয়ন নন্দ মলিন বদন ॥
সখিরে, বিদরে হিয়ে,
তাঁর সে ভাব স্মরিয়ে,
প্রবোধিব কি বলিয়ে, পাষাণ ত নহে মন ॥
দাসীর দুকরে ধরি
কহিলা বিনয় করি—
কোন দোষে প্রাণেশ্বরি, করিলে বর্জ্জন ॥
শুনি সে করুণ বাণী,
আকুল হইল প্রাণী,
কোমল দুখানি পাণি ধরিনু যেমন—
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর,
লুকাইল মনোচোর,
প্রভাতে আবার ঘোর নিশি আগমন ॥

পদ্মা। সহচরি, বিনতি করি আমার কথা শুন, কুমার নন্দকে ভুলবার চেষ্টা কর, আহা, কি হয়ে গেলে বল দেখি, প্রিয় সখি, আহ্লাদ আমোদে মনো

নিবেশ কর, ভেবে ভেবে উন্মাদিনী হবে সেটা কি ভাল ? দেখ দেখি এই প্রাতঃকালে সমস্ত প্রাণীই কেমন প্রফুল্ল, আনন্দময়ী বসুন্ধরা যেন হাস্য কর্‌তেছেন !

দেখ সখি, নভস্থলে উদিল তপন,
স্বর্ণ-পুষ্প-পাত্র অণু নয়ন নন্দন ॥
তরুশিরে ভানুকর পতিত হইল
নন্দলাল ভালে যেন চন্দন শোভিল,
অথবা বিটপী যেন করিল ধারণ
জড়িত কনক মণি মুকুট মোহন ।
মুঞ্জরিত সহকার-শাখায় বসিয়া,
কোকিল, দোয়েল, শ্যামা, সুকণ্ঠ পাপীয়া,
শুন, কি মধুর স্বরে করিছে কূজন—
শ্রবণে হতেছে যেন সুধা বরিষণ ।
চারিদিকে দূর্ব্বাদলে শিশির শোভন
নীলকান্ত মণি সহ মুকুতা গ্রন্থন ।
দেখ সখি, কিবা শোভা ধরিয়াছে ধরা,
নিরুপম রূপে মরি জন মনোহরা ॥

শশি । এ অভাগিনীর চক্ষে এখন সমস্ত জগৎ শ্মশান-সম নিরানন্দময়; আমার আর কিছুই ভাল লাগে না, কিছু-তেই মন প্রফুল্ল হয় না ।

পদ্মা । কেন বোন্, তুমি এত অধীরা হচ্ছ ?

শশি । একি হল দিদি, মন আমার এমন করে কেন ? তোমায় কি বল্‌ব বলে মনে কর্‌ছিলাম, আবার ভুলে গেলাম ।

পদ্মা। প্রিয়সখি, স্থির হও, অমন করছ কেন? তোমার সমস্ত শরীর কাঁপ্‌ছে যে।

শশি। সখি, আমায় ধর, ও সখি ও ও—(মূর্চ্ছা)

পদ্মা। ওগো একি হোলো গো, ও সখি, তুমি এমন হলে কেন?

নেপথ্যে। কি হয়েছে গো!

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী। ওমা তাইত গো, কি সর্ব্বনাশ, একি হোলো গো!

পদ্মা। (নাসিকার নিকট হস্ত লইয়া) না, না কিছু ভয় নাই, এই যে নিশ্বাস পড়্‌ছে।

দাসী। এখন কি কর্‌ব বল? আমার ত দেখে বাবু, বড় ভয় হচ্ছে।

পদ্মা। আয় দেখি দুজনে ধরাধরি করে ঘরে নে যাই।

(শশিপ্রভাকে লইয়া দাসী ও পদ্মাবতীর প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শকটারের অন্তঃপুর।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। (বাতায়নে মুখ দিয়া) কেও কজ্জলা না কি ?

নেপথ্যে। হ্যাঁরে, কেন ?

প্রহরী। একবার এদিকে আয়না।

নেপথ্যে। আমার হাত জোড়া, এখন যাবার যো নাই।

প্রহরী। বলি, দিদি ঠাকুরুণ কেমন আছেন ?

নেপথ্যে। তেম্‌নিই আছেন, আজ আবার কেমন এল মেল বক্‌ছেন॥

প্রহরী। রাজপুত্রের সঙ্গে তাঁর বে দিলে না কেন ?

নেপথ্যে। তা ভাই, কর্ত্তাই জানেন, বড়লোকের বড় কথা, আমরা কি বল্‌ব বল্‌ ?

প্রহরী। কিন্তু, তাঁর সঙ্গে বে দিলে, কর্ত্তা মহাশয়ের অতি সুন্দর জামাই হত।

নেপথ্যে। তা আর বল্‌তে, আহা! রাজ-পুত্তুর ত রাজ-পুত্তুর।

(বিজয়-বল্লভের প্রবেশ)

বিজয়। তুই ব্যাটা, এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস ?

প্রহরী আজ্ঞা, দিদি ঠাকুরাণ কেমন আছেন তাই সুধুচ্ছিলাম।

বিজয়। যা, যা আপনার কাজে যা।

প্রহরী (যাইতে যাইতে মৃদুস্বরে) আঃ মাথা কিনে রেখেছে আর কি।

বিজয়। অরে শোন! সে দিন কজ্জলা তোকে যে পত্র, নন্দকে দিতে দিয়েছিল, সেখানা দিয়ে এসিছিস ত?

প্রহরী। আজ্ঞা হাঁ।

বিজয়। তার হাতে দিয়েছিলি?

প্রহরী। আজ্ঞা না, দ্বারবানের কাছে দিয়ে এসেছি।

বিজয়। জানি কিনা, তো ব্যাটার হাড়ে হাড়ে দুষ্টমি। আরে পাজি, তুই সে পত্র তার হাতে দিয়ে এলিনি কেন?

প্রহরী। এ যে মশায় আপনার অন্যায় রাগ, তাঁর কাছে কি আমাদের যেতে দেয়?

বিজয়। অবশ্য দেবে, তুই ব্যাটা কি হেঁজি পেঁজি লোকের চাকর? ব্যাটা তুই কিছুই করিস্ না, কেবল খাস্ আর পড়ে পড়ে ঘুমুস্।

প্রহরী। কাজ করিনা আপনি কিসে দেখ্‌লেন মহাশয়?

বিজয়। আবার ব্যাটা কথা কচ্ছিস?

প্রহরী। আজ্ঞা আপনি রাগ কচ্ছেন তা কি বল্‌ব, কিন্তু মহাশয় দিনরাত্রে আমার একবার খাবার অবসর নাই।

বিজয়। (চিন্তা করিয়া) নন্দ আমাদের বাড়ীতে আর আসে, দেখ্‌তে পাস্?

প্রহরী। কৈ মশায় তিনিত আর আসেন না

বিজয়। আচ্ছা, মালিকে ডাক্।

প্রহরী। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

নেপথ্যে। (উচ্চৈস্বরে) মালি হে।

বিজয়। (স্বগত) নন্দ যাতে আর কোন ক্রমে আমাদের বাটীতে না আস্‌তে পারে, তার একটা বিশেষ উপায় করা চাই।

(উদ্যান পালের প্রবেশ)

উদ্যান। আজ্ঞা আপুনি ডাক্‌ছ ?

বিজয়। নন্দ আর আমাদের বাগানে আসে ?

উদ্যান। আজ্ঞা না মশাই!

বিজয়। দেখ্ এবারে যদি আসে, তাকে বলিস্, যে তুমি এলে কর্ত্তামহাশয় রাগ করেন, আর এখানে এসোনা, বুঝ্‌লি ?

উদ্যান। এজ্ঞে, কুদাল একে আইছি মশাই, অখন ঝাই?

বিজয়। আচ্ছা যা।

নেপথ্যে। হাঃ হাঃ হাঃ! (উৎকট্ হাস্য)

বিজয়। কে এমন করে হাসে ?—আরে বা! আবার গান ধর্‌লে যে।

নেপথ্যে।—

গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

দাও গো আমারে আনি আমার রতন।
হৃদয় ভূষণ কেন করিলে হরণ॥

নন্দেরে দেখাওমোরে, হেরি তাঁরে আঁখি ভোরে
গাঁথি প্রেম-ডোরে করি হৃদয়ে ধারণ।

বিজয়। হুঁ! আমরা বাড়ীতে না থাক্‌লে, অন্তঃপুরে এই কাণ্ডই হয়, শশি যে এত দূর প্রগল্‌ভা হবে এ স্বপ্নের অগোচর।

নেপথ্যে। (রোদন) মাগো, আমি কোথা যাব গো মা।

বিজয়। একি! আবার এমন করে কাঁদে কেন? ব্যাপারটা কি, একবার দেখ্‌তে হল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শকটারের বাটীর অন্তঃপাতী উপবন।

(নন্দের প্রবেশ)

নন্দ। (স্বগত) এইত এলাম, এখন দেখি, অদৃষ্টে কি আছে ? পূর্ব্বে এই বেণুরব শ্রবণ মাত্র বিনোদিনী আমার যেখানেই থাকিতেন, আসিয়া উপস্থিত হইতেন ; কিন্তু মুরলী ধ্বনির এমনি মোহিনী শক্তি, যে তচ্ছ্রবণে কালদন্তা ভূজঙ্গিনী ও নিজ বিবর হইতে বহিরাগমন করে। আমি প্রেয়সীর বিষধরী মূর্ত্তির অভিলাষী নই। আমি তাঁর নিরীহ শশভাব চাই; (বংশী বাদন)।

শকটারের অন্তঃপুরস্থ এক বাতায়নে বিমুক্ত-কেশপাশ ছিন্ন-বস্ত্র-পরিধৃতা শশিপ্রভার প্রবেশ।

শশি। নন্দ পালাও, পালাও,

নন্দ। কেন প্রিয়ে, পালাব কেন ?

শশি। এযে রাক্ষসের বাড়ী, তোমায় এখনই খেয়ে ফেল্‌বে যে।

নন্দ। (স্বগত) প্রেয়সীর একি ভাব ? (প্রকাশ্যে) কে খেয়ে ফেল্‌বে ?

শশি। আমি, আমি যে রাক্ষসী, এই দেখ আমার মূলার মত দাঁত বেরিয়েছে।

নন্দ। (স্বগত) প্রিয়ার একি উন্মাদ প্রলাপ, না রহস্য? এ রহস্যের মর্ম্মোভেদ করিতে পারিতেছি না (প্রকাশ্যে) তুমি আমায় খাবে? খেতে পারবে?

শশি। আমি তোমায় খাব, অ্যাঁ, আমি তোমায় খাব? না, তোমার সঙ্গে যাব।

নন্দ। (স্বগত) নিশ্চয় উন্মাদগ্রস্ত (প্রকাশ্যে) কোথা যাবে?

শশি। যমের বাড়ী।

নন্দ। কেন প্রিয়ে?

শশি। আঃ রে! প্রিয়ে কি? তুমি কি আমায় বে করেছ?

নন্দ! কেন শশি, এখন কি সে মাল্যদানের কথা ভুলে গেলে? সে যা হোক, তুমি অমন পত্র আমায় কেমন করে লিখ্‌লে?

শশি। বাবা যে বল্‌লেন।

নন্দ। অহো নরাধম, তবে তুইই সরলা শশিকে উন্মাদ রাহু কবলে নিক্ষেপ করেছিস্?

শশি। দেখ নন্দ, কেমন অলঙ্কার পরেছি। (নিগড় প্রদর্শন)

নন্দ। আহা প্রিয়ে, আহা আমার শশিপ্রভা! শেষে তোমার এই দশা হল?

শশি। তুমি কাঁদছ কেন? রাক্ষসী বুঝি তোমায়

ধর্‌তে এসেছিল ? তাই এখানে এসে, লুকিয়ে বসে কাঁদ্‌ছ ?

নন্দ। বিনোদিনি, রাক্ষসী আবার কে ? তোমার পিতাই ত রাক্ষস ?

শশি। আরে, বাবা কেন রাক্ষস হতে যাবেন, তোমাদের বিচক্ষণা যে রাক্ষসী তা বুঝি জান না ?

নন্দ। (স্বগত) শশির কথায় আমার সংশয় জন্মাচ্ছে। প্রেয়সীর রাক্ষসী প্রলাপের কোন গূঢ় কারণ থাক্‌বে (প্রকাশ্যে) বিচক্ষণা কিসে রাক্ষসী হল ?

শশি। তোমার বাপ্‌কে যে খেয়েছে, তা কি জান না ?

নন্দ। তুমি কেমন করে জান্‌লে ?

শশি। বৌ সব আমায় বলেছে।

নন্দ। কি বলেছে ?

শশি। কি বলেছে, কি বলেছে, যাও আমি আর বল্‌ব না।

নন্দ। ভাল বৌ কেমন করে জান্‌লে, যে বিচক্ষণা বাবাকে খেয়েছে।

শশি। দাদা তাকে বলেছে।

নন্দ। কি বলেছে ?

শশি। আঃ রে, আবার বলে কি বলেছে, কি বলেছে, আমি আর কারও কাছে বল্‌ব না, কিছু বল্‌ব না।

নন্দ। কেন প্রিয়ে, বল্‌বে না কেন ?

শশি। আমায় যে ও সব কথা বল্‌তে বারণ করেছে।

নন্দ। কে বারণ করেছে ?

শশি। দাদা বারণ করেছে, বৌ বারণ করেছে,—সর্ব্বাই বারণ করেছে।

নন্দ। কেন, বারণ কর্‌লে কেন?

শশি। খুসি বারণ কোর্‌বে, তোমার কি তা?

নন্দ। ভাল শশি, তুমি রাক্ষসী হলে কেমন করে?

শশি। তুমি কুমার হলে কেমন করে?

নন্দ। রাজার ছেলে বলে।

শশি। আমিও রাক্ষসী হলেম, রাক্ষসের মেয়ে বলে।

নন্দ। তোমার বাপ্‌ই বা রাক্ষস হলেম কিসে?

শশি। বাবা—আঁ্যা বাবা রাক্ষস? না, কে বল্লে, না, না, তিনি ত কিছু করেন নি।

নন্দ! রে দুরাচার শকটার! রে নৃশংসে বিচক্ষণে! এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে তোরাই পিতাকে হত্যা করেছিস। রে বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রি! আমি যদি মহানন্দের পুত্র হই, শরীরে যদি বীর্য্য থাকে, এই প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম তোর কলুষ-পঙ্কিল শোণিতে তর্পণ করে পিতৃণে মুক্ত হব।

(উদ্যানপালের প্রবেশ)

উদ্যান। কে উথানে হ্যা? কে উথানে দেঁড়িয়ে?

নন্দ। কিরে।

উদ্যান। এ ভাল কচ্ছ্যন নাই মশাই, আর ইখানে এসবেন্ না, কর্ত্তা শুন্‌লে আগ্ করবে।

নন্দ। ভাল আর আস্‌ব না।

উদ্যান। তবে শিগ্‌গীর যাও মশাই, আর দেঁড়িওনি।

[উদ্যানপালের প্রস্থান।

নন্দ। শশি, তবে এখন যাই ? (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) আর কারে বা শুধাই।

শশি। নন্দ, অমন কথা বোল না, আমার মাথা খাও যেওনা, তোমায় না দেখ্‌লে প্রাণ যে কেমন করে।

নন্দ। আহা বাসন্তি-কুসুম ! আহা অকলঙ্ক বিধুমুখি ! আহা প্রিয়ে, প্রেমময়ী শশিপ্রভা, তোমার জ্ঞানের তিরোধান হইয়াছে, কিন্তু হৃদয়ের কোমল ভাব সকল এখন ও জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, জোতির্ম্ময় সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছেন কিন্তু তাঁর মনোহর প্রভা, এখনও অম্বরাঞ্চলের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। আহা বিনোদিনি ! সংসারের সমস্ত ব্যাপারই বিস্মৃত হইয়াছ। কিন্তু প্রেমভাব আজিও ভুলিতে পার নাই, আর কেমন করিয়াই বা পারিবে ? প্রণয় যে তোমার মনের প্রধান উপকরণ।

শশি। (করতালি দিয়া)

গীত।

এখনও যামিনী ঘোরা, মনোচোরা কোথা যাবে।
এমন সুখের নিশি প্রাণসখা আর কি পাবে ?
(এখন ও ইত্যাদি) হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)

নন্দ। বিনোদিনি, তোমার যে মুখ, যে হাসি দেখে হৃদয় এক সময় আহ্লাদে নৃত্য করেছে, তোমার সেই মুখ সেই হাসি দেখে আজ আমার সেই হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। প্রণয়িনি, এখন তোমার হাস্য কেবল আমার ক্রন্দনের কারণ হয়েছে। আহা প্রিয়ে, (দীর্ঘ-নিশ্বাস প্রক্ষেপ করিয়া) আর কেন, এখন যাই: আমি রাজপুত্র, কিন্তু অতি দীনহীন পথের ভিকারী যে সেও আমা অপেক্ষা শতগুণে সুখী—

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দালান।

সর্ব্বার্থসিদ্ধি একাকী উপস্থিত।

রাজা। (ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করত স্বগত) আমি রাজা হইয়াছি, বহুকালাবধি যাহার লালসায় হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল তাহাকেও লাভ করিয়াছি—সত্য আমার মনোবাঞ্ছা সকলই সম্পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু আমি কি সুখী হইয়াছি? হায় আমি কি নিষ্ঠুর, কি দুরাচার! নিরপরাধে পিতৃতুল্য অগ্রজের প্রাণ সংহার করিয়াছি। আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? হায়! আমি তখন কেন বুঝিলাম না, যে কেবল ধর্ম্মই সুখের আকর, অধর্ম্ম অনন্ত যন্ত্রণার কারণ, হোঃ হোঃ হোঃ।

(শকটারের প্রবেশ)

শকট। (স্বগত) এ হৃদয়ভেদী গভীর নিশ্বাসের কারণ কি? (প্রকাশ্যে) মহারাজের জয় হউক।

রাজা আস্‌তে আজ্ঞা হয়, আসুন।

শক। মহারাজকে আজ্ এমন বিমর্ষ দেখ্‌ছি কেন?

রাজা। মহাশয়, মনটা কেমন চঞ্চল হয়েছে কিছু আর ভাল লাগে না।

শক। কেন মহারাজ? অকস্মাৎ এ ভাবান্তরের কারণ কি?

রাজা। কয়েক দিবসাবধি রাজ্ঞী অসুস্থ আছেন, তাও বটে, আর বিশেষ কল্য রজনীতে একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছি।

শক। মহারাজ, সে স্বপ্নটা কি? শুন্‌তে পাই না?

রাজা। মহাশয়, থাক্‌, সে কথা আর জিজ্ঞাসা কর্‌বেন্‌ না।

শক। মহারাজ, আমি কি এখন আপনার অবিশ্বাসী হলেম?

রাজা। কেন মহাশয়, আপনি এমন কথা বল্‌ছেন কেন?

শক। তা বৈকি মহারাজ, আমি যদি আপনার বিশ্বাস পাত্র হতেম, তা হলে আপনি আমার নিকট কোন বিষয় গোপন কর্‌তেন না।

রাজা। মহাশয়, সে স্বপ্ন বৃত্তান্ত চিন্তা কর্‌লেও অত্যন্ত কষ্ট হয়, সেই নিমিত্ত বল্‌তে ইচ্ছা হচ্ছিল না; কিন্তু কি করি, আপনাকে সকল বিষয়ই অবগত করা, আমার কর্ত্তব্য। কি ভয়ানক স্বপ্ন, যেন স্বর্গীয় মহারাজ, নন্দের হস্ত ধারণ করে, আমার শয্যার পার্শ্বদেশে এসে উপস্থিত হলেন, আর আমার প্রতি সকোপ দৃষ্টিপাত করে গম্ভীর স্বরে বল্লেন—"নন্দ, আমার শয্যায় কেও? নন্দ উত্তর করিল "খুল্লতাত"। তখন তিনি সক্রোধে বলতে লাগলেন "রে অযোগ্য সন্তান! রে কুলাঙ্গার! তোর শরীরে কি শোণিত নাই? তোর পিতার হন্তারক তোর জননীর শয্যায় শয়ান রয়েছে দেখেও কি ক্রোধের উদয় হল না?"

এই কথা শুন্‌বামাত্র আমার নিদ্রাভঙ্গ হল; ভয় ও চিন্তায় একান্ত অভিভূত হলাম; সমস্ত রাত্রি একবারও আর নিদ্রা হল না।

শক। মহারাজ, বোধ হয় আপনি নন্দের বিকৃত ভাব দর্শনে, তাঁর সম্বন্ধে সর্ব্বদা শঙ্কিত ও উৎকণ্ঠিত থাকেন, সেই ভয় ও চিন্তাই আপনার এ স্বপ্নের কারণ।

রাজা। মন্ত্রী মহাশয়? বল্‌তে কি, নন্দের রুক্ষদৃষ্টি আমার বক্ষে যেন খড়্‌গাঘাত করে, তার সেই চিন্তাকুল কোপাবিষ্ট, মৌনভাব দেখ্‌লে, আমার হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হয়।

শক। (স্বগত) আমি যে জন্য এসেছিলাম আমার সে অভীষ্ট সিদ্ধির সুন্দর সুযোগ উপস্থিত হল, নন্দকে একবার স্থানান্তর করতে পারলেই, তার নিধনোপায় সহজেই হবে (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, কুমারের ভাব বড় ভাল বোধ হয় না, তিনি যে পিতার সর্পাঘাত সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছেন, তার আর সন্দেহ নাই। আপনি জান্‌বেন, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা মৌনভাবে থাকে, সে বিস্তর চিন্তা করে, এবং তাঁর মনোমধ্যে অনেক সংশয় উপস্থিত হয়; অতএব নন্দকে আর কুসুমপুরে রাখা কর্ত্তব্য নয়, তাকে শীঘ্রই বারাণসীতে প্রেরণ করুন।

রাজা। মন্ত্রী মহাশয়! সে যদি আজ এখান থেকে যায়, ত আমি কাল চাই না, কিন্তু কি করি বলুন, রাণীর যে সে বিষয়ে কোন ক্রমেই মত হয় না।

শক। যেমন করে হোক্‌, মহারাণীকে বুঝয়ে, শীঘ্রই

কুমারকে স্থানান্তর কর্‌তে হবে, নচেৎ মহারাজ নিরাপদ হতে পাচ্ছে র্ন না।

রাজা। আজ্ঞা হাঁ, রাণীকে কিঞ্চিৎ সুস্থ দেখ্‌লেই, এ বিষয়ের প্রস্তাব কর্‌ব। আমাকে আপাততঃ সাবধানে থাক্‌তে হবে; আর মহাশয়ও নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন না, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি রাখ্‌বেন।

শকট। আপনকার আশঙ্কার বিষয় এখন কিছুই নাই, তবে যত শীঘ্র পারেন, নন্দকে স্থানান্তর করুন। কল্য প্রাতে বরং আমি আস্‌ব, উভয়ে থেকে, মহারাণীর এ বিষয়ে যাতে মত হয়, তা কর্ত্তে হবে। অনুমতি হয় ত এক্ষণে কার্য্যান্তরে গমন করি।

রাজা। আজ্ঞা চল্লেন, কি নিমিত্ত আসা হয়েছিল?

শকট। এখন থাক্, আপ্‌নার মন্‌টা বড় ভাল নাই সময়ান্তরে নিবেদন কর্ব্ব।

[উভয়ের ভিন্ন দিকে প্রস্থান।

চতুর্থাঙ্ক।

—০—

প্রথম দৃশ্য।

রাজান্তঃপুর।

বিচক্ষণা একাকিনী আসীনা।

বিচক্ষণা। এই হাতে করে মহারাজকে আমি বিষ দিয়েছি, আমি তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরেছি—হায় কি মহাপাতক করেছি, যত মনে করি ও কথা আর ভাব্ব না, ততই পোড়া, ঐ ভাবনা যেন জড়িয়ে থাকে—খেতে বসি, মুখে ভাত উঠে না, চক্ষু বুজি, ঘুম আসে না, কেউ তাকিয়ে দেখলে, বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। উঃ কি যাতনা। মহারাজ কেবল মুখে বলেছিলেন, আমার মাথা নেবেন, কিন্তু আমি যথার্থই কেন তাঁকে বিষ খাইয়ে মার্‌লেম, হায় কেন দুষ্ট শকটারের কথা শুনলেম।

নেপথ্যে। মা জগদম্বে! ত্বরায় নিস্তার কর, মাগো দুঃখিনীকে চরণে স্থান দাও! এ যন্ত্রণা আর আমার সহ্য হয় না মা!

বিচ। আহা! মহারাণীর দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়, আমিই তাঁর সর্ব্বনাশের মূল; আমার মত পাতকিনী আর কি আছে! মহারাণী আমায় মার মত স্নেহ করেন,

কিন্তু আমি তাঁর স্বামীকে হত্যা করেছি, তিনি আমার সঙ্গে সকল বিষয়ের পরামর্শ করেন, সর্ব্বস্ব দিয়াও আমায় বিশ্বাস করেন, কিন্তু আমি কুমন্ত্রণা দিয়ে তাঁর ধর্ম্ম নষ্ট করেছি—কে আস্‌ছে না ?

(রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা। বিচক্ষণে, মহারাণী কোথা ?

বিচ। আজ্ঞা তিনি আহ্নিক পূজা কর্‌ছেন, আপনি বসুন, অনেকক্ষণ গেছেন এই এলেন বলে।

রাজা। কেমন বিচক্ষণে, রাণী আজ একটু ভাল আছেন বোধ হয় না ?

বিচ। আজ্ঞা হাঁ, আজ মাথার বেদনাটা আর নাই।

শকটার। (স্বগত) বিচক্ষণা আমার অভ্যর্থনা করলে না, আর আমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলে এবড় ভাল কথা নয়।

রাজা। মহাশয়, বসুন না।

শকট। হ্যাঁ, এই বসি

[উপবেশন]

মহারাণীর প্রবেশ

রাণী। মন্ত্রি, ভাল আছ ত ?

শকট। মা, ভাল আছি এ কথা আর কেমন করে বল্‌ব ?

রাণী। কেন, কোন অসুখ হয়েছে নাকি ?

শকট। জননীর অসুখ দেখে সন্তান কি কখন সুখী হতে পারে ?

রাণী মন্ত্রি, নন্দ আমার এমন হল কেন? তাকে দেখে যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, নন্দ বৈ আর যে আমার নাই মন্ত্রী! (রোদন)

শকট। মা স্থির হন্ আপনার কোন চিন্তা নাই।

রাণী। মন্ত্রি, সে যে মা বলে আর আমায় ডাকে না—আমার মুখ দর্শন করে না, আমি কেমন করে প্রাণ ধারণ কর্‌ব?

রাজা। (স্বগত) আঃ এ সকল কথা আর শুন্‌তে পারি না—কি কুকর্ম্মই করা হয়েছে?

শকট। মা, কুমার অত্যন্ত শোকার্ত্ত হয়েছেন বলেই এ প্রকার বিমর্ষ ভাবে থাকেন, তাঁর এ ভাব চিরদিন কখনই থাকবে না।

রাণী। আমি যে আর, বুক বাঁধ্‌তে, পারি না মন্ত্রি—

শকট। মা, এতই যদি উতলা হচ্ছেন, তবে এক কর্ম্ম করুন—নন্দকে বারাণসীতে পাঠান, স্থানান্তর হলে, তাঁর চিত্তভাব অনেক পরিবর্ত্তন হবার সম্ভাবনা।

রাণী। না মন্ত্রি, প্রাণ থাক্‌তে নন্দকে আর আমি চক্ষের আড় কর্‌তে পার্‌ব না।

শকট। মা, আপনি বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না, সেখানে গেলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর শোকের সম্যক্ শান্তি হবে, তার আর সন্দেহ নাই।

রাণী। মন্ত্রি, ও কথা আর আমায় বোল না, আমি অতি অভাগিনী এখন সর্ব্বদাই আমার প্রাণ কেঁদে উঠে,

সদাই মনে হয়, বুঝি জন্মের মত নন্দকে আমার হারালেম।

রাজা। মন্ত্রি মহাশয়, এখন আসুন, সভায় যাওয়া যাক্, সময় হয়ে এল।

শকট। আজ্ঞা হাঁ্যা, চলুন্। মা! আমি যা বল্লেম এ, বিষয়টি সময়ান্তরে স্থির হয়ে বিবেচনা করবেন, আর আপনি অত চিন্তা কর্বেন না, আপনকার মানসিক উৎকণ্ঠাই উপস্থিত শীরোপীড়ার কারণ জান্বেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

রাণী। বিচক্ষণে, সত্যি করে বল দেখি, নন্দকে আমার কেমন দেখ্ছিস্? হেঁরে, তাকে কি আমি হারাব?

বিচ। মা, অমন অমঙ্গল চিন্তা কর্ছেন কেন? আমি ত রাজকুমারের কোন অসুখই দেখি না।

রাণী। সে কিরে বিচক্ষণে, নন্দ যে আমার পাত খানি হয়ে গেছে।

বিচ। মা, কুমার কখন কোন দুঃখ জান্তেন না, একেবারে এই দারুণ শোকটা পেয়েছেন তাই একটু কৃশ হয়েছেন, আবার তিনি যেমন ছিলেন, তেম্নি হবেন, ভয় কি? আপনি আর ভাব্বেন না।

রাণী। না বিচক্ষণে, তা নয়, তা হলে সে আমার প্রতি কোপ দৃষ্টিতে চাইবে কেন। বিচক্ষণে, দেবরকে বরণ করে ভাল করিনি। কেন তুই আমায় এমন কুকাজ করালি বল দেখি?

বিচ। মা, আমার অদৃষ্ট মন্দ বলেই, আপনি যখন

তখন আমায় এইরূপ গঞ্জনা দেন, বেস করে বিবেচনা করে দেখুন দেখি, আমি কি আপনাকে কুপরামর্শ দিয়েছলেম ? সর্ব্বার্থসিদ্ধি ত রাজা হতেনই, আপনি তাঁকে বিবাহ না কর্‌লে, কুমার নন্দের, ভবিষ্যতে, রাজা হবার আর কি সম্ভাবনা ছিল ?

রাণী। না বিচক্ষণে, আমি তখন বুঝ্‌তে পারিনি তাই আপনার পায়ে আপনি কুড়াল মেরেছি, দেবরকে বিবাহ করে আমার নন্দের মনে ব্যথা দিয়েছি, হায় রে ! **(বক্ষে করাঘাত করিয়া)** আমি কি কুকর্ম্ম করেছি, কি কুকর্ম্ম করেছি ! এখন ও হৃদয় বিদীর্ণ হল না !

বিচ। মা, চুপ করুন, আমার কথা শুনুন, কুমার পূনর্ব্বার পরম সুখী হবেন—নন্দ আপনার রাজরাজেশ্বর হবেন, আপনি পুণ্যবতী আপনার এ দুঃখ নিশি শীঘ্রই অবসান হবে।

রাণী। বিচক্ষণে, তুই একবার যা একবার নন্দকে আমার ডেকে আন্, তার চাঁদমুখ দেখে হৃদয় শীতল করি।

বিচ। মা, আপনি একটু স্থির হন, আমি যাচ্ছি।

রাণী। না, তুই এখনই যা, আজ কদিন তাকে না দেখে প্রাণ আমার কেমনই কর্‌ছে।

বিচ। আজ্ঞা তবে যাই (দণ্ডায়মান হইয়া) কোন চিন্তা কর্‌বেন না, যেমন করে পারি আজ্ তাঁকে নিয়ে আস্‌বই।

[উভয়েয় ভিন্ন দিগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

——:——

মৃগাঙ্ক প্রাসাদ

কালকেতুর প্রবেশ

কালকেতু। (ডমরু বাজাইয়া) আরে—
বিনতার ছেলে অই কাঁধে করি হরি—
রে কাঁধে করি হরি
উড়ি গেল দেবলোকে মর্ত্ত্য পরিহরি—
রে মর্ত্ত্য পরি হরি,
কালীয়া গোক্ষুরা যেবা আছ এই স্থলে—
রে আছ এই স্থলে
হাড়ি ঝী চণ্ডীর আজ্ঞা ঝাঁট এস চলে—
রে ঝাঁট এস চলে ॥

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবারিক। কেরে ব্যাটা তুই, কে তোকে এখানে আস্‌তে বল্‌লে, দেখ্‌ছিস এ রাজার বাড়ী, এখানে সাপ কোথারে ব্যাটা ?

কাল। আরে বাবা ! প্রকাণ্ড কেউটে আছে, গোল কর কেন, এই দেখ বার করি (ডমরু বাজাইয়া) আরে—

দৌ। বেরো (ধাক্কা মারিয়া) আর তোর সাপ বার কর্‌তে হবে না।

কাল। কেন বাবা, ঘরে কি যম পুষে রাখ্‌বা ভাল ?

দৌ। তোর কি তা।

কাল। আচ্ছা বাবা; যম তবে তোমারই ঘরে বাসা করে থাক্ বাবা।

দৌ। আবার বেটা গাল দিচ্ছিস (গ্রীবাধারণ পূর্ব্বক প্রহার করিতে করিতে) বেরো বেটা, বেরো।

কাল। ছেড়ে দাও বাবা, আমি যাচ্ছি, মার কেন ?

নিকটস্থ অলিন্দে নন্দ এবং
মলয়কেতুর প্রবেশ

নন্দ। কেরে, কি হয়েছে, এত গোলমাল কেন ?

কাল। (গলবস্ত্র হইয়া) বাবা ! এই গরিব বাবা।

নন্দ। কে তুই ?

কাল। বাবা, আমি তোমার পায়ের জুতা, বাবা।

মলয়। বয়স্য, দেখ্‌তে পাচ্ছি এ ব্যক্তি আহিতুণ্ডিক, বোধ হয় কিছু প্রার্থনা করে।

নন্দ। হ্যাঁরে, তোর কাছে সাপ আছে ? খেলা দেখি।

কাল। জয় হোক্ বাবা, (পুনর্ব্বার ডমরু বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে)

যে কাল সাপিনী, নরেশ ঘাতিনী,
তব পুরে তার বাসা।
ধরিতে তাহারে, যে কোন প্রকারে,
এ কুসুমপুরে আসা ॥
তুমি বুদ্ধিমান, করি প্রণিধান,
দাসের পুরাহ আশা।

বঙ্গেশ আদেশে, আইনু এ দেশে,
গোপনে বিশেষ ভাষা ॥

নন্দ সখা, কি শুন্‌লে, এটি কি সর্প বশীকরণ মন্ত্র ?

মলয়। বয়স্য, বোধ হয় ও শ্লোকের গূঢ় অর্থ আছে অতএব ও কে নিকটে ডাকা কর্ত্তব্য।

নন্দ। অরে, আর সাপ্ খেল্‌তে হবে না, তুই এদিকে আয় দেখি (দৌবারিকের প্রতি) তুমি এখন যাও।

[প্রণাম পূর্ব্বক দৌবারিকের প্রস্থান।

কাল। (কুমারের সমীপাগত হইয়া) কি আজ্ঞা হয় ধর্ম্মাবতার ?

নন্দ। তোর নাম কি ?

কাল। মোর নাম কালকেতু।

নন্দ। তুই কি জাত ?

কাল। মোরা মাল।

নন্দ। তোর বাড়ী কোথা ?

কাল। বাঙ্গালা দেশে মশাই।

নন্দ। তুই এখানে এসেছিস্ কেন ?

কাল। আজ্ঞা, এদেশের রাজাকে না সাপে খেয়েছে ?

নন্দ। হাঁ, তা কি হয়েছে ?

কাল। বলি মশাই, যদি সেই সাপটা ধর্‌তে পারি, জন্মের মত মোদের দুঃখ ঘুচবে, সেই আশায় আসা মশাই

নন্দ। ভাল, তোর ও সাপের মন্ত্রের অর্থ কি বল দেখি ?

কাল। ভাল জালারে বাবা।
শুনি নাই কারও কাছে।
সর্প মন্ত্রে অর্থ আছে ॥
সাপের মন্ত্রের কি মানে আছে গা ?

নন্দ। অবশ্য ও শ্লোকের কোন বিশেষ তাৎপর্য্য আছে।

কাল। (জনান্তিকে কুমারের প্রতি) আপনি বুঝতে পেরেছেন, তবে একটু অন্তরে চলুন, একটা কথা বল্‌ব।

নন্দ। সে সাবধানের প্রয়োজন নাই, তোমার যা বল্‌বার থাকে এইখানেই বল।

কাল। ধর্ম্মাধিকরণ রাক্ষস এসেছেন, তিনি আপনার সহিত সাক্ষাত কর্‌তে ইচ্ছা করেন।

নন্দ। অ্যাঁ, ধর্ম্মাধিকরণ এসেছেন, তিনি কোথায় আছেন ?

কাল। সম্প্রতি সন্ন্যাসীর বেশে ভাগীরথিতীরে অবস্থান কর্‌ছেন, আপনি নিভৃত আছেন, কি না, জানিবার নিমিত্ত আমায় পাঠিয়ে দিলেন। অনুমতি হয় ত এখন যাই, তাঁকে পাঠিয়ে দিগে।

নন্দ। হ্যাঁ, আমি তাঁর অপেক্ষায় রইলাম।

কাল। যে আজ্ঞা, তবে আসি।

[কালকেতুর প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থান।

নন্দ। দ্বারবান !

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দেখ, যদি একজন সন্ন্যাসী আসেন, তাঁকে সঙ্গে করে আমার কাছে লয়ে এস, বুঝলে ?

দৌ। যে আজ্ঞা (প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থান)

নন্দ। এস ভাই, বসা যাক্‌গে।

মলয়। না, আর বস্‌ব না, বেলা হয়েছে এখন চল্লেম।

নন্দ। চল্লে ?

(উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

সুগাঙ্গ প্রাসাদ এক সুসজ্জিত গৃহ

রাক্ষস এবং প্রিয়ম্বদের প্রবেশ

রাক্ষস—কৈহে, কুমারে কোথা ?

প্রিয়—আজ্ঞা বসুন না, বোধ হয় গৃহান্তরে আছেন, আমি তাঁকে সংবাদ দিগে।

(নন্দের প্রবেশ)

রাক্ষস। কুমার দীর্ঘজীবী হও।

নন্দ। অদ্য কি সুপ্রভাত, পূজ্যপাদ ধর্ম্মাধিকরণের চরণ ধূলিতে পুরী পবিত্র হল।

রাক্ষস। অদ্য বহুদিবসের পর, স্নেহাস্পদ কুমার নন্দের সন্দর্শনে, নয়ন পরিতৃপ্ত হল।

প্রিয়। এত দিনে দুরাত্মা দলনের সূত্রপাত হল।

রাক্ষস। কুমার এখন কেমন আছ বল, সমস্ত মঙ্গল ত ?

নন্দ। আজ্ঞা আপনকার যেমন আশীর্ব্বাদ, মহাশয়ের কুশল বার্ত্তা বলুন।

রাক্ষস। তোমাদের কুশলেই আমার কুশল, এখন কুমার, তোমার পিতার হত্যাকারী দিগকে ধৃত করবার কি উপায় করতেছ বল দেখি।

নন্দ। কেন, দাদা মহাশয় ত আমায় লিখেছেন যে, তিনি এসে যা হয় করবেন—তাঁর আসার কি হল ?

রাক্ষস। তিনি পরে আস্‌বেন, আগে আমাদের জান্‌তে হবে, যে কে মহারাজকে হত্যা করলে, বিষ দানে তাঁর প্রাণ বধ করা হয়েছে—কিন্তু কে সে বিষদান করলে ?

নন্দ। আমার ত বিচক্ষণার উপর সম্পূর্ণ সন্দেহ হয়।

রাক্ষস। হাঁ আমিও সেইটি অনুমান করেছি, শকটারের পরামর্শে বিচক্ষণাই এই কাজ করেছে।

নন্দ। এখন কর্ত্তব্য কি ?

রাক্ষস। এখন বিচক্ষণাকে এনে একবার পরীক্ষা করা চাই, পরে, তাদের অপরাধ সপ্রমাণ হলে, সেনাপতি চন্দ্রহংসকে হস্ত গত করতে হবে। তা হলে আর যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না, আমার অভিপ্রায় এই যে, বিনা রুধির পাতে দুর্ব্বৃত্তদিগের হস্ত হতে রাজ্যের উদ্ধার হয়।

নন্দ। আজ্ঞা, এ অতি উত্তম পরামর্শ বটে।

নেপথ্যে। কিলো বিচক্ষণা যে, কি মনে করে ?

নন্দ। এই যে মাগী বেস সময়েই এসে উপস্থিত হয়েছে।

প্রিয়। ওই যে পাজি বেটী আস্‌ছে।

(বিচক্ষণার প্রবেশ)

নন্দ। বিচক্ষণা যে,

বিচ। আজ্ঞা হাঁ, একবার চরণ দর্শন করতে এলেম।

নন্দ। কেন, মার ব্যারাম বৃদ্ধি হয়েছে না কি ?

বিচ। আজ্ঞা, একবার আপনি চলুন, দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

নন্দ। তবু, কি হয়েছে বল্‌না।

বিচক্ষণা। বল্‌ব আর কি; তিনি এক প্রকার শয্যাগত হয়েছেন।

নন্দ। অ্যাঁ, সে কি?

বিচ। আজ্ঞা হাঁ তিনি আর দাঁড়াতে পারেন না

রাক্ষস। কি বিচক্ষণা, চিনতে পার?

বিচ। (অবগুণ্ঠন টানিয়া) ওমা ধর্ম্মাধিকরণ!

প্রিয়। (জানান্তিকে নন্দের প্রতি) বেটীর কি লজ্জা দেখেছেন?

নন্দ। (ঈষদ্ধাস্য করিয়া) হাঁ।

রাক্ষর। তবে বিচক্ষণে? এখন ভাল আছত?

বিচ। আজ্ঞা যেমন আশীর্ব্বাদ করেছেন।

রাক্ষস। হাঁ, বিচক্ষণে? মহারাজ মহানন্দ না এক সময় ক্রোধান্ধ হয়ে তোমার প্রাণবধের অনুমতি দেন?

বিচ। আজ্ঞা হাঁ, সে অনেক দিন হল।

রাক্ষস। কেবল শকটারের কৌশলেই তুমি সে বিপদ হতে পরিত্রাণ পাও, না?

বিচ। আজ্ঞা হাঁ (স্বগত) এত দিনের পর এসব কথা আজ জিজ্ঞাসা করছে কেন? কে জানে।

রাক্ষস। তবে শকটার তোমার মহোপকার করেছেন বল্‌তে হবে। ভাল, তুমি তাঁর কোন প্রত্যুপকার কর্‌তে পেরেছ?

বিচ। আজ্ঞা, আমার ক্ষমতা কি মহাশয়, তিনি রাজমন্ত্রী, আমি সামান্যা দাসী, আমা হতে তাঁর কি উপকার হতেপারে

রাক্ষস। তবু যথাসাধ্য। কাটবিড়াল হতে যে শ্রীরামচন্দ্রের উপকার হয়েছিল এ কথা জানত?

বিচ। আজ্ঞা, আপনি কি অনুমতি কর্‌ছেন বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

রাক্ষস। ভাল, তুমি জান, প্রায় তিন বৎসর হল, মহারাজ মহানন্দ শকটারকে সপরিবার কারারুদ্ধ করেছিলেন?

বিচ। আজ্ঞা হাঁ, তা জানি।

রাক্ষস। আরও তুমি জান, সেই কারালয়ে তাঁর একটী পুত্রের ও পত্নীর কি প্রকারে মৃত্যু হয়?

বিচ। আজ্ঞা হাঁ, সে সকলই আমি জানি।

রাক্ষস। ভাল বিচক্ষণে, যে রাজা হতে, শকটারের এত অপমান ও এত ক্ষতি হয়েছিল, সে রাজার প্রতি কি তাঁর জাত-ক্রোধ হতে পারে না?

বিচ। আজ্ঞা, তা হবার সম্ভাবনা বটে।

রাক্ষস। তবে কি শকটার, সাধু অভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার সে রাজার মন্ত্রীত্ব স্বীকার করেছিল?

বিচ। ঈশ্বর জানেন মশায়, কার মনের কথা কে বল্‌তে পারে?

রাক্ষস। আর কি প্রকারে মহারাজের মৃত্যু হয়, তাও কি ঈশ্বর জানেন্ না?

বিচ। তা, তা, তাঁর অগোচর কি আছে মশায়?

রাক্ষস। ভাল! তুমি বল্‌তে পার, মহারাজকে কে হত্যা করেছে?

বিচ। আজ্ঞা—আজ্ঞা, আমি কি জানি মশায়, আমায় আপনি এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন কেন?

রাক্ষস। তবে তুমি জান না, রাজার কি প্রকারে মৃত্যু হয়েছে ?

বিচ। দোহাই ধর্ম্মাবতার, আমি কিছুই জানি না।

রাক্ষস। ভাল, মহারাজকে কেহ হত্যা না কর্‌লে, তাঁর মৃত্যু হল কেমন করে ?

বিচ। রাজার সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়েছে।

রাক্ষস। তবে তুমি জান, রাজার কি প্রকারে মৃত্যু হয়েছে ?

বিচ। রাজার যে সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়েছে, তা আমি বেস জানি।

রাক্ষস। তুমি কেমন করে জান্‌লে, যে রাজার সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়েছে ?

বিচ। আজ্ঞা, মহারাজ প্রতিদিন আহারান্তে অতি অল্পক্ষণ নিদ্রা দিতেন, সে দিন প্রায় সন্ধ্যা হয়, তবু তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হল না, মহারাণী উদ্বিগ্ন হয়ে আমায় বল্‌লেন, দেখ্‌ত বিচক্ষণে, মহারাজ আজ এখনও উঠ্‌ছেন না কেন ? আমি তাঁর কাছে গিয়ে দেখি, সর্ব্বনাশ ! তাঁর আর নিশ্বাস পড়্‌ছে না।

রাক্ষস। তবে তুমিই, প্রথমে মহারাজকে মৃত বলিয়া, নির্দ্ধারিত কর ? ভাল সর্পাঘাতেই তার মৃত্যু হয়েছে, এটি তুমি কেমন করে নিশ্চয় কর্‌লে ?

বিচ। তাঁর সমস্ত শরীর নীলবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

রাক্ষস। তবে রাজার যে সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়েছে, এ কথা তুমিই প্রথমে প্রচার কর ?

বিচ। আজ্ঞা, আমি যা দেখ্‌লেম্, কাজেই তা আমায় বলতে হল।

রাক্ষস। ভাল বিচক্ষণে, গরল ভক্ষণ কর্‌লেও ত শরীরের অবিকল ঐ প্রকার লক্ষণ হয়ে থাকে ?

বিচ। আজ্ঞা, তা হয় বটে, কিন্তু মহারাজের কে এমন পরম শত্রু আছে, যে বিষদানে তাঁর প্রাণ বধ কর্‌বে ?

রাক্ষস। কেন, রাজা যাদের কারারুদ্ধ করেছিলেন, যাদের প্রাণ বধের অনুমতি দিয়েছিলেন, তারা ত সহজেই তাঁর শত্রুতাচরণ করতে পারে ?

বিচ। ধর্ম্মাবতার আপনি আমায় লক্ষ কর্‌ছেন ?

রাক্ষস। তুমি যদি তাঁকে বিষ দান না কর্‌বে, তবে আর কে কর্‌বে ? প্রস্তর-রচিত, সম্মার্জ্জিত মন্দিরে, উচ্চ রজত-পর্য্যঙ্কোপরি, মহারাজ নিদ্রিত ছিলেন, তদবস্থায় সর্পাঘাতের সম্ভাবনা কোথা ?

বিচ। আমি অনাথিনী বলেই, আপনি যা ইচ্ছা তাই বল্‌ছেন, (সরোদনে) ভগবান আছেন, এর বিচার তিনিই কর্‌বেন।

প্রিয়। আহা বিচক্ষণে, কাঁদ কেন ? বিচারটা এইখানে একবার এক প্রকার শেষ হলে ভাল হয় না ? সেখানকার বিচার ত আছেই, সে ধর্ম্মালয়ে, কি রাজা কি প্রজা, কি আমি, কি তুমি, সকলকেই এক একবার দাঁড়াতে হবে, এড়াতে কেহই পারবে না।

বিচ। দেখ প্রিয়ম্বদ, আমি কিছু তোমার সঙ্গে কথা কই নাই, তবে তুমি আমার কথায় কথা কচ্ছ কেন ?

প্রিয়। আরে মড়া ! দুটা একটা কথা না কইলে বাঁচি

কৈ ? এতক্ষণ যে চুপ্ করে বসে, তোমার শ্রাদ্ধের মন্ত্র শুন্ ছিলাম, তখন বুঝি চোকের মাথা খেয়েছিলে ?

বিচ। (সরোদনে) আমার কেউ নাই বলে, সকলেই আমায় অপমান কর্‌ছেন।

প্রিয়। আঃ মাগীর চোক্ দুটা যেন শ্রাবণ মাসের আকাশ রে, ক্রমাগতই জল পড়ে। চুপ্‌কর্,মাগি, চুপ্‌কর্ ! তুই কি শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছিস্, যে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছিস ?

বিচ। তুমি যমের বাড়ী যাও, মুখপোড়া আমার সঙ্গে মর্‌তে এল।

প্রিয়। বালাই, তুমি আমার সঙ্গে মর্‌বে কেন, তুমি যে শকটারের সহ-মরণে যাবে।

রাক্ষস। কিও প্রিয়ম্বদ, থাম।

প্রিয়। যে আজ্ঞা।

রাক্ষস। দেখ বিচক্ষণে, তুমি যে রাজাকে হত্যা করেছ, তার আর সন্দেহ নাই। অতএব যদি পরিত্রাণ চাও তবে কে তোমায় এ দুষ্কর্ম্ম কর্‌তে পরামর্শ দিয়াছিল বল ?

চিব। ধর্ম্মাবতার আমি কিছুই জানি না।

রাক্ষস। আহা বিচক্ষণে ! সকলই প্রকাশ হয়েছে, তোমার কিছু ভয় নাই, বল কে তোমায় রাজাকে বিষদান কর্‌তে বলেছিল ?

বিচ। ধর্ম্মাবতার আমার কোন দোষ নাই।

রাক্ষস। না না তোমার দোষ কি ? যারা তোমায় এ কাজ কর্‌তে বলেছিল, তারাই অপরাধী, এখন কে বলে-ছিল বল দেখি ?

বিচ। মন্ত্রী মহাশয়, আর—আর—

রাক্ষস। বল, বল, ভয় কি।

বিচ। রাজা সর্ব্বার্থসিদ্ধি।

রাক্ষস। তবে শকটার, আর সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিই তোমায় মহারাজকে হত্যা কর্‌তে বলেন, কেমন?

বিচ। আজ্ঞা হাঁ।

নন্দ। অহো নরাধম, নিরপরাধে সহোদর ভ্রাতার প্রাণ বধ কর্‌তে কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা করিল না? বুঝিলাম, দুরাত্মাদিগের হৃদয় রাজ্যে লোভই সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত, দয়া, শ্রদ্ধা, স্নেহ প্রভৃতি কোমল ভাব সকল, তৎ সন্নিধানে যুগপৎ পরাস্ত হয়।

রাক্ষস। ভাল বিচক্ষণে, রাজার উপর শকটারের এপ্রকার ক্রোধ হবার কারণ কি, তা তুমি কিছু জান?

বিচ। কারাগারে তাঁর স্ত্রীপুত্রের মৃত্যু হলে, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে যেমন করে পারি নন্দবংশ ধ্বংস কর্‌ব!

নন্দ। আঃ পাপাত্মা!

রাক্ষস। কুমার! বিচক্ষণা এখন তোমার কাছেই থাক, রাজান্তঃপুরে, ওর যাওয়া হতে পারে না।

নন্দ। আজ্ঞা হাঁ, ও এখন এইখানেই থাক্‌বে বৈ কি?

রাক্ষস। তবে আমি আসি।

নন্দ। বিচক্ষণা আমার সঙ্গে এস।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চমাঙ্ক।

—০—

প্রথম দৃশ্য।

রাজান্তঃপুর।

(নন্দ এবং মহারাণীর প্রবেশ)

নন্দ। হৃদয় যে বিদীর্ণ হয় জননি!

রাণী। কেন বাবা নন্দ! কি হয়েছে বাপ আমার?

নন্দ। পিতা কি অপরাধ করেছিলেন, মা? তোমার কিঞ্চিৎ অসুখ দেখ্‌লে তাঁর যে,উৎকণ্ঠার আর সীমা থাক্‌তো না।

রাণী। তুই বল্‌ছিস্‌ কি?

নন্দ। আপনার মনকে জিজ্ঞাসা কর।

রাণী। কেন,আমি করিছি কি? তবে যা কিছু করেছি সে কেবল তোরই ভালর জন্য।

নন্দ। পিতাকে হত্যা করে, আমার কি মঙ্গল সাধন করেছ মা?

রাণী। দেখ্‌ নন্দ, তোর যা মনে আস্‌ছে, তাই বল্‌ছিস বিবেচনা কর্‌ তুই কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস। নির্লজ্জ! আমি যে তোর গর্ভধারিণী।

নন্দ। মা, এ হতভাগ্যকে, গর্ভে ধারণ না করাই ভাল ছিল; তুমি বন্ধ্যা হলে আমার এ যন্ত্রণা সহ্য কর্‌তে হত না।

রাণী। দুরাত্মা ! তোর কি মতিচ্ছন্ন হয়েছে ? মাকে এই সকল দুর্ব্বাক্য, আমি যে তোর মুখ চেয়েই জীবন ধারণ কর্‌ছি, তোরে রাজা কর্‌ব বলেই যে, দেবরকে বরণ করেছি, (সরোদনে) তা মহাপাতকী তুই যখন আমায় এ প্রকার দুর্ব্বাক্য বল্‌তে লাগ্‌লি, তখন আর আমার এ জীবন ধারণ কর্‌বার প্রয়োজন কি ? যে প্রকারে পারি, আজিই এ পাপ প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌ব।

নন্দ। মা, তা হলে আর কি হবে ? আপনারই পাপের ভার বৃদ্ধি কর্‌বে, স্বামিহত্যা সহ আত্মহত্যা পাতকের যোগ কর্‌বে, এই মাত্র।

রাণী। রে পাপাত্মা তুই কি শুনিস নাই, যে সর্পাঘাতে তোর পিতার মৃত্যু হয়েছে। অকুতোভয়ে পতি হত্যার অপরাধ আমার উপর আরোপ কর্‌ছিস ?

নন্দ। জননি, সে কাল সাপিনী, তোমার প্রিয় পরিচারিকা বিচক্ষণা, অন্য ভুজঙ্গিণী নয় !

রানী। তুই কি বলিস্, তোর কথার অর্থ কি ?

নন্দ। মা অনর্থক বিতণ্ডার প্রয়োজন কি ; বিচক্ষণা নিজ মুখে সব স্বীকার করেছে।

রাণী। অ্যাঁ, সেকি, বিচক্ষণা মহারাজকে বধ করেছে ?

নন্দ। কেন, তুমি কি কিছু জান না ?

রাণী। হায় ! আমি এত দিনে বুঝলাম যে, বিচক্ষণাই আমার সুখনাশ, ধর্ম্মনাশ, সর্ব্বনাশ করেছে ! (বক্ষস্থলে করাঘাত করত) রে কাল সাপিনি ! রে বিশ্বাস ঘাতিনি ! তুই নিরপরাধে আমার হৃদয়ে যেমন সাংঘাতিক আঘাত

কর্‌লি, তেমনি মর্ম্মান্তিক ব্যথা, তোকে যেন জন্ম জন্ম পেতে হয়!—(রোদন)

নন্দ। মা, যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন প্রতিজ্ঞা কর যে, সে স্বার্থপর সর্ব্বার্থসিদ্ধির মুখাবলোকন আর কর্‌বে না। সেই দুরাচার খুড়া, আর নরাধম শকটারের মন্ত্রণাতেই, অলক্ষণা বিচক্ষণা, বিষ দানে পিতার প্রাণ বধ করেছে, আর ধর্ম্ম জানেন, তুমিও এ মহাপাতকে পরিলিপ্ত আছ কি না?

রাণী। বাবা, আমি যখন তোমার পিতার হন্তারককে বিবাহ করেছি, যখন বিচক্ষণাকে সহচরী করে রেখেছি, তখন তুমি যে আমাকেও সন্দেহ কর্‌বে, তার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু বাছা, তোমার শরীরে যদি তেজ থাকে, হৃদয়ে যদি শোণিত থাকে, এখনই সেই দুরাত্মাদিগের শিরশ্ছেদন করে, তোমার স্বর্গীয় পিতাকে পরিতুষ্ট কর।

নন্দ। মা, অচিরে যদি তোমার আদেশ পালন না করি, যদি পাপচারী শকটারের ছিন্ন মস্তক তোমার চরণে অর্পণ কর্‌তে না পারি, তাহলে আমার এ তেজোবিহীন শরীর যেন শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হয়?

রাণী। আর তোমার সে রাক্ষস খুড়ার?

নন্দ। মা, সে নির্ব্বোধ বানর, তার গলরজ্জু শকটারের করে, তার দোষ কি?

রাণী। না বাছা, তুমি বুঝতে পার্‌ছ না, সে জীবিত থাকতে তোমার নিস্তার নাই।

নন্দ। মা, সে আশঙ্কা করো না। (প্রণাম পূর্ব্বক) এখন আসি।

রাণী। বাছা! কুল-দেবতারা তোমায় সানুকূল হউন, শত্রু দলন করে, যেন পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করতে সমর্থ হও।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুসুমপুর, রাজসভা।

সানুচর রাজা সর্ব্বার্থসিদ্ধি, শকটার, চন্দ্রহংস, প্রিয়ম্বদ এবং আর আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যথাস্থানে উপস্থিত।

শকটার। মহারাজ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত, চন্দ্রগুপ্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে গয়াধামে উপস্থিত হইয়াছেন।

রাজা। অ্যাঁ, সে কি?

শকটার। (একখানি পত্রিকা বাহির করিয়া) মহারাজ! শুনুন।

রাজা। ও পত্র, কে কাকে লিখেছে?

শকটার। রাক্ষস, কুমার নন্দকে, লিখছেন।

রাজা। আপনি, ও পত্র পেলেন কেমন করে?

শকটার। মহারাজ, সচিবত্ব সহজে সম্পাদিত হয় না, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি রাখ্‌তে হয়, অনেক অনুসন্ধান কর্‌তে হয়, নিরন্তর গভীর চিন্তায় মগ্ন থাক্‌তে হয়, তবে রাজকার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করা যায়—এখন শ্রবণ করুন, (পত্র-পাঠ) 'কুমার! সেনাপতি চন্দ্রহংস, কোন ক্রমেই আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে স্বীকার করিলেন না, বিনা রুধিরপাতে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির আর সম্ভাবনা নাই। অতএব আমি এক্ষণে চন্দ্রগুপ্তর নিকট চলিলাম। সংবাদ পাইয়াছি, তিনি সম্প্রতি সসৈন্য গয়াধামে অবস্থান করিতেছেন। সাবধান, বিচক্ষণা যেন তোমার হস্তচ্যুত না হয়। জগদীশ্বর তোমায় রক্ষা করুন—ইতি।'

সভাস্থ সকলে। একি, অকস্মাৎ একি সর্ব্বনাশ!

রাজা। সেনাপতি, আমি তোমার প্রতি যে কি পর্য্যন্ত প্রসন্ন হইলাম, তা বলিতে পারি না। বুঝিলাম তুমিই সুহৃদ-ভেদ রূপ ভীষণ ভূকম্পনে, আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। এখন উপস্থিত বিগ্রহরূপ মহাপ্রলয়ে, বিপন্ন মগধ, পুনর্ব্বার তোমারই মুখাপেক্ষা করিতেছে।

সেনাপতি। মহারাজ! নিশ্চিন্ত থাকুন, দাসী-পুত্রের দাসত্ব কদাচ স্বীকার করিব না—

সমর সাগর-জলে, হব নিমগণ,
হয় জয় রত্নলাভ, নতুবা মরণ।

সভাস্থ সকলে। সেনাপতি দীর্ঘজীবী হও।

রাজা। (জনান্তিকে মন্ত্রীর প্রতি) বোধ হয় সকলই প্রকাশ হয়েছে।

শকটার। তা বলা যায় না, বিচক্ষণা, যথার্থই বিচক্ষণা, সে যে সহজে প্রকাশ কর্‌বে, তাত বোধ হয় না, তবে রাক্ষস উপস্থিত ছিল।

নিষ্কোশিত অসি হস্তে, রৌদ্রবেশে নন্দের প্রবেশ।

সভাস্থ সকলে। একি—একি ব্যাপার ?

নন্দ। সম্ভ্রান্ত সভ্যগণ! শ্রবণ করুন, এই দুরাচার শকটার, আমার পিতার প্রাণ সংহার করিয়াছে। আপনারা সকলেই জানেন যে, কয়েক বৎসর হইল, এই পাপমতি মন্ত্রী, মৃত মহারাজ কর্ত্তৃক সপরিবার কারারুদ্ধ হয়, কারাগারে দুরাত্মার কনিষ্ঠ পুত্র ও পত্নীর মৃত্যু হইলে, নরাধম প্রতিজ্ঞা করে যে, যে কোন প্রকারে হউক, নন্দ বংশ উচ্ছেদ করিব। নৃশংস সেই দুষ্টাভিসন্ধি সাধনের নিমিত্তই, পুনর্ব্বার সচিবত্ব স্বীকার করিয়াছিল। পরে সুযোগ ক্রমে খুড়াকে হস্তগত করিয়া, বিচক্ষণা নাম্নী মহারাণীর প্রধানা পরিচারিকা দ্বারা, বিষদানে, পিতাকে হত্যা করিয়াছে। আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, পাপাত্মার রুধিরে তর্পণ করিয়া, পিতৃঋণে মুক্ত হইব। অতএব মহাশয়েরা, আমার দোষ গ্রহণ করিবেন না, রে পিশাচ! এখন চল্‌, তোকে প্রেত লোকে প্রেরণ করি।

[মন্ত্রীকে লইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান।

রাজা। রক্ষা কর—রক্ষা কর, মন্ত্রীকে রক্ষা কর!

[দ্রুতবেগে কতিপয় অনুচরের প্রস্থান।

প্রিয়ম্বদ। (জনান্তিকে সেনাপতির প্রতি) মহাশয়, আমার কথা তখন বিশ্বাস করেন নাই, এখন শুন্‌লেন ত।

চন্দ্রহংস। হাঁ তাই ত, রাক্ষসও ঐ সকল কথা আমায় বলেছিলেন, কিন্তু তিনি মহারাজের বিপক্ষ লোক বলেই তখন তাঁর কথা প্রত্যয় করি নাই। কুমারের চরিত্র আমি ভাল জানি, তিনি কখনই মিথ্যা বলিবেন না।

একজন অনুচরের পুনঃ প্রবেশ।

অনুচর। মহারাজ আমরা না যেতে যেতেই, কুমার মন্ত্রীর শিরশ্ছেদন করে অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্‌লেন।

সকলে। কি পরিতাপ! কি সর্ব্বনাশ!

অপরদিক হইতে মহারাণী, বিচক্ষণা
এবং কঞ্চুকীর প্রবেশ।

রাণী। রে পিশাচ! তুই, কোন সাহসে এখনও সিংহাসনে উপবিষ্ট আঁছিস?

রাজা। সেনাপতি, রক্ষা কব!

রাণী। যে দুরাত্মা, নিরপরাধে ভ্রাতৃবৎসল অগ্রজের প্রাণ সংহার করিল, ইহলোকে, পরলোকে তার নিস্তার নাই।

রাজার কম্পন।

চন্দ্র। মা! মহারাজকে ক্ষমা করুন।

রাণী। মহারাজ কে? ঐ শৃগাল? কঞ্চুকি!

[রাজার সিংহাসন হইতে অবতরণ ও দ্রুতবেগে প্রস্থান।

চন্দ্র। সম্ভ্রান্ত সভাসদগণ! রাজা, সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, প্রস্থান করাতে, তাঁর অপরাধ নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ হল; অতএব এক্ষণে কুমার নন্দকে রাজ্যাভিষিক্ত করা কর্ত্তব্য, এবিষয়ে আপনাদের মত কি?

প্রিয়ম্বদ ও কঞ্চুকী। জয় কুমার নন্দের জয়!

সভাস্থ সকলে। জয় কুমার নন্দের জয়, মহারাণীর জয়।

(নেপথ্যে)—জয় কুমার নন্দের জয়, মহারাণীর জয়।

(মলয়কেতু, শশিপ্রভা, এবং কতিপয় অনুচরের প্রবেশ)

রাণী। (শশিপ্রভার চিবুক চুম্বন করিয়া) এস, মা এস, মা আমার রাজলক্ষ্মী, মায়ের রূপে আমার আঁধার পুরী উজ্জ্বল হল। (মলয়কে সম্বোধন করিয়া)

কেমন মলয়! কেহ কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা করে নাই ত?

মলয়। শকটারের বাটীতে এখন আছে কে?

প্রিয়। কেন বিজয় কোথা ?

চন্দ্র। তিনি সম্প্রতি বারাণসীতে অবস্থান কর্‌ছেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁর এখানে আস্‌বার কথা আছে। তিনি এলে, বোধ হয়, একটা গোলোযোগ উপস্থিত হতে পারে।

প্রিয়। তিনি গোলোযোগ করে আর কর্‌বেন কি ?

রাণী। (একজন অনুচরের প্রতি) মাকে এখন অন্তঃপুরে নে যাওত।

শশি। না মা, তা আমি যাব না, ঐ বিচক্ষণা রয়েছে, কুমারকে এখনি খেয়ে ফেল্‌বে যে ? ঐ দেখ রাক্ষসী আমার পানে কট্ মট্ করে চাচ্ছে!

রাণী। ভয় কি মা! বিচক্ষণার আর কি দাঁত আছে তুমি এখন অন্তঃপুরে যাও। যাও মা, যাও, এখানে এত লোকের মাঝে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে আছে ?

শশি। মা, বিচক্ষণা যেন তোমার নন্দকে খেয়ে ফেলে না মা—ও রাক্ষসী মহারাজকে খেয়েছে। মা, বাবা ত রাক্ষস নন।

রাণী। যাও মা, যাও, এখন অন্তঃপুরে যাও ; (অনুচরের প্রতি) মাকে সঙ্গে করে নে যাও ত!

[একজন অনুচর ও শশিপ্রভার প্রস্থান।

রাণী। সম্ভ্রান্ত সভ্যগণ! আপনারা শকটার দুহিতা শশিপ্রভার কথা শুন্‌লেন, এখন বিচক্ষণা কি বলে, তাও শুনুন। বল বিচক্ষণে, তুমি মহারাজকে হত্যা করেছ কি না ?

বিচক্ষণা। আমার পাপের সীমা নাই।

রাণী। আরও বল, কে তোমায় এ দুষ্কর্ম্ম করতে পরামর্শ দিয়েছিল?

বিচক্ষণা। শকটার আর সর্ব্বার্থসিদ্ধি।

রাণী। শুন সেনাপতি! আমার একান্ত ইচ্ছা, যে শশিপ্রভার সহিত আমার প্রিয়তম নন্দের বিবাহ দি, কিন্তু মায়ের আমার এখনকার যে প্রকার অবস্থা, তাতে সে শুভকর্ম্ম শীঘ্র সম্পন্ন করা, কোন মতেই উচিত হয় না। আর সস্ত্রীক না হলে, কুমারকে রাজ্যাভিষিক্ত করাইবা কি প্রকারে হতে পারে? চির প্রচলিত কুলাচার বিরুদ্ধ কর্ম্ম করতে সাহস হয় না, কি জানি যদি কোন অমঙ্গল ঘটে! অতএব আপনারা বিবেচনা করে বলুন, এ বিষয়ে কর্ত্তব্য কি?

মলয়। শশিপ্রভা, যখন কুমার বিরহেই উন্মাদিনী, তখন ওঁদের পরস্পর মিলনে শীঘ্রই যে উনি আরোগ্য লাভ করবেন, তার আর সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ ওঁদের গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। অতএব আমার মত, সত্বরেই কুমারের উদ্বাহ ব্যাপার প্রকাশ্যরূপে সম্পন্ন হয়।

চন্দ্র। আমার ইচ্ছা, শীঘ্রই কুমারকে রাজ্যাভিষিক্ত করা হয়, বিলম্বে নানা প্রকার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা।

প্রিয়। আজ্ঞা হাঁ, শুভস্য শীঘ্রং।

রাণী। এ বিষয়ে সকলের মত কি?

সকলে। আমরা এ শুভকার্য্যে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি।

রাণী। তবে এক্ষণে আমি অন্তঃপুরে যাই, এস, কঞ্চুকী।

[সকলের প্রস্থান।

——:——

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

(তিনজন নাগরিকের প্রবেশ)

প্রথম। এই চৌমাথায়, দাঁড়ান যাক্ এস, যে দিক্ দিয়াই যাক্ না কেন, এখান থেকে আমরা বেস দেখ্‌তে পাব।

দ্বিতীয়। না হে, এখানে দাঁড়ান হবে না, অত্যন্ত ভিড় হবে।

তৃতীয়। আচ্ছা ঐ বট্‌তলায় গিয়া দাঁড়ালে হয় না?

দ্বিতীয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ ঐ খানেই চল, বেস ছায়া আছে।

প্রথম। আর, ও পথ দিয়া যদি না আসে?

তৃতীয়। রাজবাটী হতে, চামুণ্ডা মন্দিরে যেতে হলে, ঐ পথ দিয়া যাবারই অনেক সম্ভাবনা।

প্রথম। আরে না, না, মামা! তুমি বোঝ না, এই খানেই দাঁড়াও।

(একজন অন্ধের প্রবেশ)

অন্ধ। এই অনাথ অন্ধকে কিছু খেতে দাও বাবা, ভগবান তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন।

তৃতীয়। অরে বাপু তুই অন্ধ মানুষ, এখানে কেন? এখনই লোকারণ্য হবে, ভিড়ে মারা পড়্‌বি যে।

অন্ধ। তবে বাবা কোন্ দিকে যাব, এই অন্ধকে বলনা বাবা।

প্রথম। মামা, না হয়, তাই একবার বল।

তৃতীয়। যা, যা, তোর আর বেল্‌কম কর্‌তে হবে না (অন্ধের প্রতি) তুই ব্যাটা মারা পড়্‌লি দেখছি, এখনও সরে গেলিনি।

অন্ধ। মরণ হয় কৈ, বাবা! তা হলেত হাড় জুড়ায়।

দ্বিতীয়। ওরে বাপু তুই গান টান জানিস?

অন্ধ। কি গান গাব বাবা?

তৃতীয়। যা, ভাল জানিস্ তাই গানা।

অন্ধ। যে আজ্ঞা, বাবা! তবে গাই।

গীত।

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

নাচিয়া গাইয়া, বাঁশী বাজাইয়া, নটবর যদুরায়,
সহ ধেনুগণ, প্রফুল্ল বদন, চঞ্চল পদে ধায়।
যুগল চরণ রাজীব রাজে
মৃদুল মধুর নূপুর বাজে,

মাথায় মোহন ময়ূর চূড়া ; রবিকরে শোভা পায়।
বাজায়ে বিনোদ, বিনোদ বাঁশী,
রাধিকা হৃদয় করে উদাসী,
মোহিত সকল গোকুলবাসী; গোকুল নীরব তায়।

জয় হোক্ বাবা।

দ্বিতীয়। এই নে (মুদ্রা প্রদান)

অন্ধ। (মুদ্রা গ্রহণ করিয়া) মঙ্গল হউক্ বাবা, ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হউক।

(অন্ধের প্রস্থান ও বিজয়বল্লভের প্রবেশ)

বিজয়। (স্বগত) একি! কুসুম পুরে আজ কিসের মহোৎসব! পথের উভয় পার্শ্বে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কদলী বৃক্ষাবলী রোপিত ও সারি সারি বারিপূর্ণ রজত কুম্ভ সকল সংস্থাপিত হইয়াছে; দ্বারে দ্বারে দোদুল্যমান মনোহর কুসুম মালা নগরের বিচিত্র শোভা সম্পাদন করিতেছে: এবং ছাদে, বাতায়নে, অলিন্দে, রাজপথে, দেবমন্দিরে, সকল স্থানেই লোকারণ্য এর কারণ কি? জিজ্ঞাসা করতে হল। হ্যাঁ মহাশয়, আজ কি কোন উৎসব আছে?

প্রথম। তোমার নিবাস কোথা গা?

বিজয়। এই নগরেই আমার বাস।

প্রথম। তা ত বাবু বোধ হয় না।

বিজয়। কেন মহাশয়?

দ্বিতীয়। তা হলে, তুমি আর এ কথা জিজ্ঞাসা করতে না। আজ কিসের মহোৎসব, তা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই জানে।

বিজয়। মহাশয় আমি কিছু দিন এখানে ছিলাম না, কাজেই এখানকার কোন সংবাদ অবগত নই!

তৃতীয়। হাঁ তা হতে পারে; মহাশয়! কল্য শকটার দুহিতা শশিপ্রভার সহিত কুমার নন্দের বিবাহ হয়েছে, আর অদ্য তাঁর রাজ্যাভিষেক হবে, সেই উপলক্ষে এই মহোৎসব।

বিজয়। অ্যাঁ, শশির সহিত নন্দের বিবাহ হয়েছে? আর কি বল্লেন, কুমার আজ রাজ্যাভিষিক্ত হবেন?

তৃতীয়। কেন শিউরে উঠ্‌লেন যে?

বিজয়। না, বলি সর্ব্বার্থসিদ্ধির কি মৃত্যু হয়েছে?

প্রথম। মৃত্যুর অধিক হয়েছে।

দ্বিতীয়। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হয়েছে!

বিজয়। কি বলেন মহাশয়, ব্যাপারটা কি?

তৃতীয়। আরে মহাশয়, অত বড় পাষণ্ড কি আর আছে?

বিজয়। কেন মহাশয় তিনি করেছেন কি?

তৃতীয়। নিরপরাধে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ বধ করেছেন; মহারাণীর ধর্ম্ম নষ্ট করেছেন; না করেছেন কি?

বিজয়। সর্ব্বার্থসিদ্ধি, মহারাজকে হত্যা করেছিল?

দ্বিতীয়। আজ্ঞা হাঁ, তাঁর এবং শকটারের পরামর্শে রাণীর পরিচারিকা বিচক্ষণা বিষদানে মহারাজের প্রাণ

সংহার করে, সে কথা এতদিনের পর প্রকাশ হওয়াতে কুমার নন্দ, শকটারের শিরশ্ছেদন এবং সর্ব্বার্থসিদ্ধি ও বিচক্ষণাকে নির্ব্বাসিত করেছেন।

বিজয়। হুঁ।

(নগরপালের প্রবেশ)

নগর। আরে! তোরা সব, সরে সরে দাঁড়া না, পথের মাঝখানে ভিড় কর্‌ছিস কেন, (পরিক্রমণান্তর) অরে তুই পথ ছেড়ে দাঁড়া ত।

দ্বিতীয়। চল মামা, এখান থেকে সরে যাওয়া যাক্, ব্যাটা এখনই এসে বেত মার্‌বে।

তৃতীয়। মার্‌তে আর হয় না!

প্রথম। তা হলে ব্যাটার হাড় গুঁড় করে ফেলব না, মারটা পড়ে রয়েছে আর কি।

দ্বিতীয়। নাহে, না, তেমরা বোঝনা, এখনই অপমান হতে হবে।

প্রথম। তোমার এত ভয় কেন বল দেখি?

নগর। তোরা বল্‌লে কথা শুনিস্ না, রাস্তার মাঝখানে ভিড় কর্‌ছিস। সরে যা (বেত্রাঘাত) সব সরে দাঁড়া।

প্রথম। (নগর পালের গ্রীবা ধারণ পূর্ব্বক) তুই ব্যাটা মার্‌লি কেন বল দেখি?

নগর। আমর, ব্যাটা রাজপুত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, ওকে মারবে না (ধাক্কা মারিয়া) যা, সরে যা।

তৃতীয়। তবে রে শ্যালা (প্রহার)

প্রথম। ব্যাটা তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা ভদ্রলোকের গায়ে হাত তুলিস (পদাঘাত)

নগর। বাবারে গেলুমরে, মেরে ফেল্‌লেরে বাবা— ওরে ও ভীমে! ভীমে রে।

(অপর দুই জন শান্তি-রক্ষকের প্রবেশ)

১ম শান্তি। কেরে শ্যালা তোরা, মার্‌লি যে বড়?

নগর। বাঁধ এই দু বেটাকে বাঁধ (১ম ও ৩য় নাগরিককে বন্ধন) চল শ্যালারা এখন চল, তোদের ভদ্রগিরি বার করিগে।

[বিজয় বল্লভ ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

বিজয়। (স্বগত) পিতাকে হত্যা করিয়াছে, শশিকে হরণ করিয়াছে, না করিয়াছে কি? আমার এখন জীবন মৃত্যু উভয়ই সমান হইয়াছে, আমি আর কিসের ভয় করি? কাহার ভয় করি? নন্দ! নিশ্চয় জান্, তোর জীবনের সায়ংকাল উপস্থিত (ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া) পিতা! তোমার প্রতিজ্ঞা কি পূর্ণ হবে না? দেখা যাক্; নন্দের শব দর্শন না করে আর জলগ্রহণ কর্‌ব না।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠাঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুসুমপুর রাজসভা।

নন্দ, মলয়কেতু, প্রিয়ম্বদ, চন্দ্র হংস এবং অনুচরগণ উপস্থিত।

প্রিয়। আপনি সে সংশয় কর্‌ছেন কেন?

চন্দ্র। আপনি বর্ত্তমানে, চন্দ্র গুপ্তকে কোন মতেই রাজত্ব বর্ত্তায় না, তিনি যদিও অগ্রজ, কিন্তু দাসীপুত্র বৈত নন্‌।

মলয়। না, শাস্ত্র মতে তিনি কোন ক্রমেই রাজ্য পেতে পারেন না, কিন্তু তিনি যে সহজে মগধের আশা, পরিত্যাগ করেন, তা ও বেধ হয় না।

প্রিয়। তাঁর সে আশা করাই অন্যায়।

মলয়। তা ত আমরা বুঝলাম, কিন্তু তিনি কি তা সহজে বুঝবেন?

চন্দ্র সহজে না বোঝেন, কষ্টে বুঝবেন, কিন্তু তাঁকে বুঝতেই হবে।

নন্দ। যাঁকে চিরকাল মান্য করে আস্‌ছি, তাঁর সঙ্গে কলহ করা কি ভাল দেখায়?

প্রিয়। আজ্ঞা, তিনি নিজে যখন বিবাদ উত্থাপন কর্‌ছেন, তখন ত তাঁরই দোষ।

নন্দ। না, না, তাঁকে আমি সম্পূর্ণ দোষী বল্‌তে পারি না। তিনি কেবল কুলোকের পরামর্শে এত দূর অগ্রসর হয়েছেন।

চন্দ্র। আজ্ঞা হাঁ, আমরা ও তা শুনেছি কুটীল চাণক্যের কুমন্ত্রণাতেই তিনি আপনার সহিত শক্রতাচরণ কর্‌ছেন।

মলয়। চাণক্য? সেই কৃষ্ণবর্ণ কদাকার ব্রাহ্মণ? মৃত মহারাজ, যাঁর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সভা হতে, দূরীকৃত করেন, সেই চাণক্য?

নন্দ। হাঁ সেই শ্যাবদন্ত কৌটিল্য।

প্রিয়। ধর্ম্মাধিকারণ রাক্ষসও, চন্দ্রগুপ্তের সহিত যোগ দিলেন না কি?

নন্দ। রাধামাধব! তিনি কি তা পারেন। সম্প্রতি তিনি আমাদের জন্য সৈন্য সংগ্রহ কর্‌ছেন।

(নেপথ্যে) কোলাহল।

সকলে। একি, কি এ!

(কতিপয় সশস্ত্রপদাতি সমভিব্যাহারে বিজয় বল্লভের প্রবেশ)

বিজয়। রে পামর, আমার পিতা কোথা বল?

নন্দ। দেখ্ শূকর, সাবধান হয়ে কথা ক।

বিজয়। ভাল চাস্ ত আমার পিতাকে দে।

নন্দ। তোর পিতা যমালয়।

বিজয়। কি বল্লি (অসি উদ্ঘাটন)

চন্দ্র। আহা কি কর (হস্ত ধারণ) তোমার কি একটু ভয় নাই।

বিজয়। ভয় কাকে ? ঐ বেশ্যাপুত্র, ঐ গাড়লকে ভয় ?

নন্দ। দেখ এখনও বল্ছি, সাবধান হয়ে কথা ক।

বিজয়। তুই যদি বাপের বেটা হস্ ত নেমে আয়।

নন্দ। তবে তুই একান্তই তোর বাপ্কে দেখ্বি, আয় তবে বাহিরে আয়, তোর কলুষিত রুধিরে সভামণ্ডপ অপবিত্র কর্‌ব না।

প্রিয়। কি করেন, আপনি বসুন (চন্দ্রহংসের প্রতি) মহাশয় বিজয়কে ধর্‌বেন।

নন্দ। না না ওকে একবার শিক্ষা দেওয়া চাই, আয় তবে চলে আয় (প্রস্থান)

বিজয়। চল্ তোকে আজ যমপুরী দেখাব, চল্।

চন্দ্র। অহা বিজয় স্থির হও।

বিজয়। ছেড়ে দাও (প্রস্থান)

মলয়। চলুন, চলুন, অমরাও যাই চলুন, যেমন করে হোক্ ওদের নিরস্ত কর্‌তে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজান্তঃপুর।

(শশিপ্রভা, মহারাণী ও কঞ্চুকীর প্রবেশ)

শশি। মা, বাবা ত আমার রাক্ষস নন্। তোমার দুটি পায়ে পড়ি মা, বাবাকে কিছু বোল না।

রাণী। কি এল মেল বকৃছ বাছা; এখন এস এই অলঙ্কারগুলি পর সে।

শশি। হঁ্যা মা, আবার আমি বাবাকে দেখতে পাব?

বাবা আমার বড় ভাল, কত ভাল বাসে।
রাত পোহালে, কাল সকালে, যাব তাঁর পাশে॥

রাণী। মা আমার!

শশি (সকাতরে) আমার মা নাই।

মা কিগো আর আস্‌বে ফিরে—
মা বলিব জননীরে?
মা আমার আনন্দময়ী গেছে স্বর্গবাসে।

রাণী। শুনলে কঞ্চুকি, মার কথা শুন্‌লে? মা আমার স্নেহের প্রতিমা, এস মা, এখন এস দেখি।

শশি। বাবা আমার কোথা গেল, আর কি দেখা পাব?
না গো, আমার বাবা আছে, বাবার কাছে যাব।

কঞ্চুকী। আহা, জননী কত দিনে আরোগ্য লাভ কর্‌বেন কে জানে।

রাণী। এই খানে একটু স্থির হয়ে বস দেখি মা।

মহারাণী কর্ত্তৃক শশিপ্রভার বেশভূষা সম্পাদন

ও নেপথ্যে

গীত।

রাগিণী গৌরী—তাল ধিমাতেতালা।

রবি অস্ত যায়—
ম্রিয়মাণা কমলিনী হৃদি বেদনায়!
মুদিত নয়নে, বিনত বদনে,
কাঁদেরে নীরবে, এবে অভাগিনী হায়!!
প্রকৃতি কাঁদিল, শিশিরে তিতিল,
আঁধার ধরণী হল অচেতন প্রায়!!!

রাণী। কঞ্চুকি, আজ গীত শুনে আমার মন এমন আকুল হল কেন বল দেখি। এমন ত কখনও হয় না। কোন অমঙ্গল ঘট্‌বে না ত?

কঞ্চুকী। আঃ, আপনি কি বলেন। (নেপথ্যদিকে দেখিয়া) এই যে নর্ত্তকীরা এসে উপস্থিত হল।

রাণী। বেস হয়েছে, এইবার মা এই আসন খানিতে বস দেখি। (সস্নেহ নয়নে শশিপ্রভাকে নিরীক্ষণ করিয়া) দেখ দেখি কঞ্চুকি, কেমন হয়েছে—এমন রূপ কি কারও আছে? মা আমার রাজরাজেশ্বরী।

(শশিপ্রভার ললাট চুম্বন)

কঞ্চুকী। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) তোমরা ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এ দিকে এস না।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

রাণী। হঁ্যা,তোমরা নৃত্য গীত আরম্ভ কর,আমি আস্‌ছি।

[রাণীর প্রস্থান।

১ম নর্ত্তকী। আজ যে তোমার ফুলশয্যা মা, অমন করে বসে রৈলে কেন ?

২য়। একবার হাস না মা, আমরা দেখি।

শশি। (একদৃষ্টে নর্ত্তকীর মুখপানে চাহিয়া) তোমরা গান কর্‌বে ? অঁ্যা ? তবে এই গানটি গাও।

গীত।

মনের বাসনা মম মনে মনে মিটিল।
আঁধার খনির মণি আঁধারেই রহিল।
কামিনী, নিশার ফুল, অভাগিনী সমতুল,
নিশার নিহারে ফুটি নিশীথেই ঝরিল॥

নর্ত্তকীদিগের উক্ত গান গীত ও নৃত্য।

নেপথ্যে। কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ!

কঞ্চুকী। অঁ্যা এ কিসের কোলাহল ?

নর্ত্তকীদ্বয়। অঁ্যা তাই ত, এ কি—

নেপথ্যে। ওগো আমার কি সর্ব্বনাশ হল গো, বাপ রে আমার!

শশি। অঁ্যা মা কাঁদ্‌ছেন, মা কাঁদ্‌ছেন, প্রাণ যে কেমন করে রে।

সকলে। চল, চল, দেখিগে চল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজবাটীর প্রাঙ্গন।

চন্দ্রহংস, মলয়কেতু, ও প্রিয়ম্বদ নন্দকে বহন করত, এবং দুইজন পদাতিক বিজয় বল্লভের হস্তদ্বয় বস্ত্রদ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক প্রবেশ।

মলয়। মহাশয়, এইখানে রাখুন, অন্তঃপুর পর্য্যন্ত আর যাওয়া হয় না, অজস্র শোণিত নির্গত হচ্ছে। অগ্রে রুধির প্রবাহ অবরোধ করা কর্ত্তব্য।

চন্দ্র। হাঁ, আর যাওয়া হতে পারে না, এইখানেই নামান যাক্ (নন্দকে প্রাঙ্গনে শুয়াইয়া ক্ষত মুখ বন্ধনারম্ভ)।

নন্দ। মলয়, একটু জল দাও।

মলয়। অরে, শীঘ্র জল আন্, জল আন্।

[একজন অনুচরের প্রস্থান।

নন্দ। মলয়, বোধ হয় এ সাংঘাতিক আঘাত, আঃ!

চন্দ্র। না, না, কোন চিন্তা নাই, আপনি স্থির হন্।

নন্দ। উঃ, বড় যাতনা হচ্ছে, প্রাণটা কেমন কর্ছে।

(অনুচরের পুনঃ প্রবেশ)

মলয়। (অনুচরের হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক) সখা, এই জল নাও।

নন্দ। কৈ দাও, আঃ কি যাতনা (জল পান করিয়া) মলয়! প্রাণ যে কেমন কর্‌ছে, মলয়!

চন্দ্র। একটু স্থির হন্।

প্রিয়। কি করেন, মুখে জল দিন্, জল দিন্।

মলয়। অ্যাঁ কি হল? (কম্পিত হস্তে নন্দের বদনে বারি সিঞ্চন)

প্রিয়। হায় কুমার!

চন্দ্র। কি সর্ব্বনাশ! কি পরিতাপ!

মলয়। ও সখা, ও নন্দ, হায়! এত দিনে নন্দকুল-রবি অস্ত গত হল (রোদন)

প্রিয়। শকটার! তোমার প্রতিজ্ঞা যথাক্ষরে পরিপূর্ণ হল। এত দিনে প্রবল প্রতাপান্বিত নন্দবংশের উচ্ছেদ হল।

বিজয়। (ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া) পিতা শ্রবণ কর আমি তোমার অযোগ্য পুত্র ছিলাম না।

মলয়। আহাঃ সখা, তুমি সর্ব্বদা যা বল্‌তে, তাই কি ঘট্‌ল—যথার্থ ই কি তোমার জীবন-নাটকের চরমাঙ্ক ভয়ানক ঘটনায় পর্য্যবসিত হল! (রোদন)

নেপথ্যে—ও বাপ্ নন্দরে, মা বল্‌তে আর যে আমার নাইরে যাদু, বাপ্ আমার রে!

(উন্মাদিনী বেশে মহারাণীর প্রবেশ)

রাণী। কৈ বাবা আমার কৈ! বাপ্ আমার কোথা!

মলয়। এদিকে আস্‌তে দেবেন না, দেখবেন।

প্রিয়। মা, ঐখানে বসুন, এদিকে এখন আসবেন না।

রাণী। না, আমি যাব, একবার বাবাকে আমার দেখ্‌ব,—ছেড়ে দাও (বেগে নন্দের নিকট গিয়া) একিরে ও বাবা, বাবা, (বক্ষে করাঘাত করিয়া) কি সর্ব্বনাশ কর্‌লি রে যাদু ! নন্দ আমার রে (ভূতলে পতন)

মলয়। আহা ! ধর, ধর, মহারাণী যে মূর্চ্ছিতা হলেন।

(অপর দিক্ দিয়া শশিপ্রভার প্রবেশ)

শশি। এই যে দাদা এখানে, দাও দাদা, আমার নন্দকে দাও, একবার নন্দকে দেখাও।

বিজয়। নন্দ তোর যমালয়ে।

শশি। বালাই (নন্দের সমীপস্থ হইয়া) এই যে, আহা মরে যাই, এখানে এমন ধূলার উপর ঘুমিয়ে পড়েছেন, মাথায় একটা বালিসও কেউ দেয় নি, ও নন্দ—নন্দ, বিছানায় গিয়ে ঘুমবে চল, উঠনা—চুপ করে রইলে কেন ?

রাণী। (মুর্চ্ছাপনোদনান্তে) বাপ্‌রে। আর কি কথা কবেনা, ও বাপ্ ! তোমার শশি যে তোমায় ডাক্‌ছে, মা যে আমার তোর জন্যই পাগলিনী, বাপ্ আমার রে ! একটা কথা কও, একবার মুখ তুলে চাও। ও মা ! মা আমার, তোমার যে সর্ব্বনাশ হয়েছে মা, বুঝ্‌তে পার্‌ছ না।

শশি। অ্যাঁ, অ্যাঁ, ওমা, একি সর্ব্বনাশ হয়েছে, মাগো, (নন্দের চরণ ধারণ করিয়া) ও নাথ ! আমি যে তোমার

চিরদিনের দাসী নাথ, আমায় অনাথিনী করে কোথা যাও প্রাণনাথ! আঃ নন্দ—নন্দ! ও নাথ! ও ও! (পতন)

প্রিয়। আহা! ধর, ধর।

মলয়। (শশিপ্রভার মস্তক ধারণ করিয়া) আর ধর, ধর্‌ব আর কারে! আহা সতি, তুমিই যথার্থ পতিব্রতা, পতি বিরহ তোমার তিলার্দ্ধ ও সহ্য কর্‌তে হল না।

চন্দ্র। শশি, তুমিই ধন্য, তোমার প্রণয় ধন্য, তোমার সতীত্ব ধন্য, বিনোদিনি! তুমি যার জন্য পাগলিনী, মৃত্যুতেও যে তাঁর অনুগামিনী হবে, এ কোন বিচিত্র কথা। সতি! এখন তোমার হৃদয়-নাথের চিরসঙ্গিনী হয়ে অনন্ত কাল সুখিনী হও।

মলয়। আঃ হৃদয় বিদীর্ণ হয়, হায় সখা কি সর্ব্বনাশই করে গেলে! আহা নন্দ, আঃ সখা!

রাণী। বাপ্‌রে! কুসুমপুর যে আজ আঁধার হল, নন্দ আমার রে!!!

যবনিকা পতন।

—০—